NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ প্রাসাদ নগরী কলকাতার পরতে পরতে ''আজ দারুণ মর্ম ব্যথা''

অধিনায়কত্ব নিয়ে ফের বিরাট বিতর্ক উসকে দিলেন 'দাদা' ৮

কলকাতা ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 6.12.2023, Vol.17, Issue No. 174, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

রাজস্থানে গুলিতে ঝাঁঝরা করনি সেনা প্রধান, দায় লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং সদস্যের

জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার জয়পুরে, রাষ্ট্রীয় রাজপুত করনি সেনা প্রধান সুখদেব সিং গোগামেডিকে, তাঁর বাড়িতে ঢুকেই গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গুলি চালিয়েছে চার অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী। এই ভয়ঙ্কর খুনের দায় নিয়েছে কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের অন্যতম সদস্য রোহিত গোদারা কাপুরিসার। করনি সেনা প্রধানকে গুলি করে হত্যার কয়েক ঘণ্টা পরই, এক ফেসবুক পোস্টে এই হত্যার দায় স্বীকার করেছে সে। এর আগে, সুখদেব সিং গোগামেডিকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের সদস্য সম্পত নেহরা। সেই হুমকির বিষয়ে জয়পুর পুলিশে অভিযোগও জানিয়েছিলেন সুখদেব সিং গোগামেডি। সিসিটিভিতে গোগামেডিকে হত্যার দৃশ্য ধরা পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দুই ব্যক্তিকে করনি সেনা প্রধানকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ছে। সেই সময় দরজায় আরও এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করেও গুলি ছুড়তে দেখা যায় দুষ্কৃতীদের। গুলির আঘাতে গোগামেডিকে সোফা থেকে মেঝেতে পড়ে যেতে দেখা যায়। গোগামেডির মৃত্যু নিশ্চিত করতে, সোফা থেকে পড়ে যাওয়ার পরও খুব কাছ থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ীরা। হত্যার পর ফেসবুক পোস্টে সম্পত নেহরা লিখেছে, 'গোগামেডির হত্যার সম্পূর্ণ দায় নিচ্ছি আমি। আমিই এই খুন করিয়েছি। ও আমাদের শত্রুদের সঙ্গে একজোট হয়ে আমাদের তাদের সহায়তা করছিল। তাদের হাত মজবুত করছিল। আর আমাদের শত্রুদের বলব, নিজেদের ঘরের বাইরে চিতা তৈরি রাখুন। শিগগিরই দেখা হবে।' এই ঘটনা ঘটে, মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ। গোগামেডি সেই সময় তাঁর বাড়িতেই ছিলেন বলে জানিয়েছেন রাজপুত করনি সেনার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অজিত সিং মামদোলি। গোগামেডির সঙ্গে ওই বাড়িতে ছিলেন অজিত সিং-ও। তিনি জানিয়েছেন, '৩-৪ জন লোক সুখদেব সিং গোগামেডির বাড়িতে এসেছিল। নিরাপত্তারক্ষীদের তারা বলেছিল, তারা সুখদেব সিং গোগামেডির সঙ্গে দেখা করতে চায়। নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের ভিতরে নিয়ে এসেছিল। তাদের চা খেতেও দেয়। চা খাওয়ার পরই তারা হঠাৎ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেছিল।' অজিত সিং দাবি করেছেন, তাঁকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়েছিল। গুলির আঘাতে তিনিও আহত হন। গোগামেডিকে লক্ষ্য করে অন্তত চারটি গুলি ছুড়েছিল দুষ্কৃতীরা।

ফের পিছল অনুব্রতর জামিনের মামলা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার ফের সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল অনুব্রত মণ্ডলের জামিন মামলা। ২২ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি। চার্জ গঠনের আগে জামিন মামলার শুনানি নয় বলেই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গোরুপাচার সংক্রান্ত সিবিআই মামলার শুনানি ছিল এদিন। অনুব্রতর পক্ষে আইনজীবি মুকুল রোহতগি বলেন, 'এই মামলার মূল অভিযুক্ত, যাকে সিবিআই কিংপিন হিসাবে চিহ্নিত করেছে সেই এনামুল হকও জামিন পেয়ে গিয়েছেন। আরেক অভিযুক্ত সতীশ কুমারও জামিন পেয়েছেন। কিন্তু ১৭ মাস ধরে জেলে আছেন অনুব্রত।' পাল্টা অনুব্রতর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, শাসকদলে তাঁর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জেলায় রাজার মতো থাকেন অনুব্রত। তিনি এই মামলার অন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের ভয় দেখিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে সিবিআইয়ের গ্রেপ্তার ঠেকানোর চেষ্টা হয়েছে। তিনি পুলিশ অফিসারদের ট্রান্সফার এবং পোস্টিং ঠিক করেন। স্পেশ্যাল জাজকে ভয় দেখানো চিঠির অভিযোগও রয়েছে।

২৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের তারকাখচিত উদ্বোধন

বাংলাই ফিল্ম ডেস্টিনেশন, মুম্বইকে আমন্ত্রণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে শহরে চাঁদের হাট। সলমন খান, শত্রুঘ্ন সিন্‌হা, সোনাক্ষী সিন্‌হা, মহেশ ভাট, অনিল কাপুর-কে নেই! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আলো ঝলমলে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হল কলকাতায়। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শুরুতেই 'ভাইজান' সলমন, মহেশ ভাট, শত্রুঘ্ন সিন্‌হাদের ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, 'বাংলার মানুষ সিনেমাকে ভালবাসেন। সিনেমার কদর করতে জানেন। তাই গৌতমদা থেকে শুরু করে, সন্দীপ রায়, অঞ্জন দত্ত, দীপঙ্কর দা, সব্যসাচী দা, মাধবীদি, প্রসেনজিৎ, দেব, সোহম, শ্রাবন্তী, কোয়েল, নুসরত- সবাই উপস্থিত রয়েছেন। সব সিনেমাপ্রেমী মানুষ আজ এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমরা মনে করি, বাংলায় যেভাবে সিনেমা এগিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সিনেমার ভাষা বিশ্বজনীন। রাষ্ট্র-ধর্ম-জাতির ঊর্ধ্বে উঠে সিনেমার ভাষা সকলকে স্পর্শ করে যায়।'

তিনি আরও বলেন, বাংলা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদানের কথা আমরা কখনও ভুলতে পারি না। সিনেমার ভাষা সর্বজনীন, বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। পাশাপাশি কিছুটা রাজনৈতিক ভাষায় বলেন, 'বাংলা ভীত নয়। আমরা ভারতকে ভালবাসি। আমরা মুম্বইকে ভালবাসি। আমরা সব ধর্ম, সব জাতির মানুষকে ভালবাসি। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালবাসি। যাই হয়ে যাক, কেউ আমাদের ভাগ করতে পারবে না। আমরা মানবিকতার পক্ষে।' মমতা বলেন, 'সৌরভ আমার ভাইয়ের মতো। এখন ও বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর।'

অন্যান্য কয়েকবারের মতো এবারও অমিতাভ বচ্চনকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি অসুস্থতার কারণে এবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সামিল হতে পারেননি। সেই কথা বলে মমতা বলেন, 'আমরা এবার অমিতাভ বচ্চন ও শাহরুখ খানকে মিস করছি। তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। অমিতাভজির শরীরটা ভাল নেই। আর শাহরুখ ভাই তাঁর মেয়ের সিনেমার প্রোমোশনের জন্য একটু ব্যস্ত আছেন।'

বলেন, 'আমরা টলিউড থেকে বলিউড সবাইকে ভালবাসি। বাংলা অনেক তারকাকে তৈরি করেছে, যাঁরা মুম্বইয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বাঙালিরা অনেক প্রতিভাবান ও সৃজনশীল। বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বাংলার চলচ্চিত্র জগতকে একটি সৃজনশীল ইন্ডাস্ট্রি (ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি) হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন একটি ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এখানে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। আরও বেশি শিল্পী তৈরি হচ্ছে। অনেক মানুষকে কাজের সুযোগ দিচ্ছে বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি।'

মুম্বই থেকে আসা তারকাদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সলমন খান, অনিল কাপুর, মহেশ ভাটদের কাছে আমার অনুরোধ, যদি বাংলাকে ভাল কিছু দিতে চান তাহলে বাংলায় এসে কিছু সিনেমা বানান। এখানে এত ভাল ভাল জায়গা আছে। এটাই এখন ডেস্টিনেশন। মুম্বইয়ের ইন্ডাস্ট্রির জন্য এখন বাংলাই ফিল্ম ডেস্টিনেশন। দার্জিলিং, কালিম্পং, কালিম্পং, মিরিক, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বীরভূম, বোলপুর, বর্ধমান, আসানসোল, হাওড়া, সুন্দরবন, গঙ্গাসাগর- কত জায়গা আছে। আপনারা যেখানেই যাবেন, দেখবেন সব পরিকাঠামো তৈরি রয়েছে। আপনারা আসুন, বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গেও কাজ করুন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোমোট করুন।' মমতার অনুরোধের পর সলমনও জানালেন, তিনি আগামী দিনে বাংলায় শুটিংয়ের জন্য আসবেন।

মমতা আরও বলেন, 'বলিউড সবসময় টলিউডের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। টলিউডও সবসময় বলিউডের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। তাই আপনাদের এখানে আসতে হবে। সিনেমা বানাতে হবে। যদি কখনও কোনও দরকার হয়, মনে রাখবেন, বাংলাই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুরক্ষা, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সবরকম সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারে বাংলা।'

অন্যদিকে, সলমনে উদ্দেশ্যে বলেন, 'আগামী বছরের চলচ্চিত্র উৎসবেও আসতে হবে। ভাইফোঁটাতেও আসতে হবে। বেঁচে থাকতে গেলে, আদর্শের সঙ্গে লড়তে হবে। স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে লড়তে হবে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করা দরকার। আপনাদের কখনও দরকার পড়লে, আমাদের ডাকবেন। আমরা চলে যাব। আমাদের যখন দরকার পড়বে, তখন আপনারাও অবশ্যই আসুন। বাংলার মতো অতিথি পরায়ণ আর কেউ নেই।'

বক্তব্যের শেষে নিজের আঁকা একটি ছবি সলমন খানকে উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সরল জীবনে মুগ্ধ 'ভাইজান'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার বিকালে ২৯তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে তখন চাঁদের হাট। প্রত্যাশিত ভঙ্গিতেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের রাশ ধরে রাখলেন সলমন খান। সাধারণত চলচ্চিত্র উৎসবে আগত বিশিষ্ট অতিথিদের মুখে গুরুগম্ভীর ভাষণ শুনেই অভ্যস্ত দর্শক। কিন্তু ভাইজান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই আপাত গম্ভীর পরিবেশে অভ্যাগতদের মুখে হাসি ফোটালেন। শুরুতেই কিছু ক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, 'আমার আগে যাঁরা বললেন আমাকে রীতিমতো বিপর্যস্ত করে দিলেন। কারণ, তাঁরা আর আমার বলার জন্য কিছুই বাকি রাখলেন না।' ১৩ মে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল মাঠে কনসার্ট করেছিলেন সলমন। তখন শহরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়ে সলমন বলেন, 'গত বার দিদি অনুরোধ করেছিলেন। আমি কথা দিয়েছিলাম বলেই আজ এখানে এলাম।' এর পরেই তাঁর ছবির বিখ্যাত সংলাপ ধার করে সলমন বলেন, 'কারণ, এক বার আমি কাউকে কথা দিলে তার পর আমি আর নিজের কথাও শুনি না।' আগের বার কলকাতায় এসে মমতার বাড়িতে গিয়েছিলেন সলমন। মঙ্গলবার অভিনেতা বলেন, 'আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম যে, দিদি আমার থেকেও ছোট বাড়িতে থাকেন কি না। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই।' অনুরাগীরা জানেন, দেশের প্রথম সারির সুপারস্টার হওয়া সত্ত্বেও মুম্বইয়ের বান্দ্রার গ্যালাক্সি আবাসনের এক কামরার ঘরের বাসিন্দা সলমন। অভিনেতা হাসতে হাসতে বললেন, 'দিদিকে দেখে সত্যিই হিংসে হয়। কারণ দেখলাম, তিনি সত্যিই আমার থেকেও ছোট একটা বাড়িতে থাকেন।' এরই সঙ্গে ভাইজান তাঁর নিজের বাড়ির বর্ণনা দেন। কথা প্রসঙ্গে বলেন, অনিল কপূর বা মহেশ ভট্টের বাড়ি তাঁর বাসস্থানের থেকে কত বড়। ভাইজানের কথায়, 'আসলে আমার ও দিদির মতো সরল মনের মানুষদের জীবন যাপনের জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না।' মঙ্গলবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর পাশের আসনেই বসেছিলেন সলমন। মাঝে মাঝে তাঁকে মমতার সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায়। তবে শুধু হিন্দি নয়, সলমন দর্শকদের উদ্দেশে বাংলাতেও কথা বলেছেন। তাঁর মুখে, 'কলকাতা কেমন আছ' বা 'আমি তোমাকে ভালবাসি'-র মতো সংলাপ শুনে প্রেক্ষাগৃহে তখন করতালির বন্যা। মঞ্চে অনিল কপূরের সঙ্গে তাঁর জনপ্রিয় 'মিস্টার ইন্ডিয়া' ছবিটির 'জিন্দগি কি এহি রীত হ্যায়' গানেও গলা মেলাতে দেখা গেল সলমনকে। কথা প্রসঙ্গেই অনিল তাঁকে মনে করিয়ে দেন, সেই ছবির চিত্রনাট্যকার আসলে সলমনের বাবা সেলিম খান। মুখ্যমন্ত্রী সলমনকে আবারও কলকাতায় আসার জন্য অনুরোধ করলে সলমনও কথা দেন, তিনি আবার এই শহরে আসবেন এবং শুটিং করবেন। বাংলার প্রতিভার প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, 'এখন বলিউড বেঁচে আছে কারণ সেখানে বাঙালিরা রয়েছেন। এত দিন আমরা আপনাদের কাজ দিয়েছি। এ বার আমাদের এখানে এসে কাজ করার পালা।'

অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ল মিগজাউম, বিপর্যস্ত চেন্নাই

তাণ্ডব চললো তিন ঘণ্টা, মৃত কমপক্ষে ৮

চেন্নাই, ৫ ডিসেম্বর: অন্ধ্রপ্রদেশে স্থলভাগে আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম। তিন ঘণ্টা ধরে চলে এই ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া। অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের বাপাতলার কাছে স্থলভাগে আছড়ে পড়ে মিগজাউম। শেষ ছ'ঘণ্টায় সমুদ্রের উপর এর গতিবেগ ছিল ১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। তবে আছড়ে পড়ার সময় মিগজাউমের গতি ছিল ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার। ঝোড়ো হাওয়ার গতি থাকতে পারে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার। মিগজাউমের প্রভাব অন্ধ্রপ্রদেশের তুলনায় তামিলনাড়ুতেই বেশি পড়েছে। ইতিমধ্যে চেন্নাইয়ে মারা গিয়েছেন আট জন। জলমগ্ন শহরের বহু এলাকা।

অন্ধ্রপ্রদেশে সরকার আট জেলায় সতর্কতা জারি করেছে। তিরুপতি, নেল্লোর, প্রকাশম, বাপাতলা, কৃষ্ণা, পশ্চিম গোদাবরী, কাকিনাড়া, কোনাসীমার প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে। উপকূল থেকে বাসিন্দাদের সরানো হয়েছে। অবস্থা বুঝে আধিকারিকদের দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি। পুদুচেরির উপকূলবর্তী এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।

এদিকে, স্থলভাগে আছড়ে পড়ার আগেই মিগজাউমের দাপটে লণ্ডভণ্ড ৩ রাজ্য। মঙ্গলবার সকাল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি উপকূলে তীব্র ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকাতেও হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকার। মিগজাউম-এর জেরে তামিলনাড়ুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দক্ষিণ ভারতগামী একাধিক ট্রেন ও বিমান বাতিল করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের ৮ জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিকে, মিগজাউম মোকাবিলা সম্পর্কিত খবর নিতে ইতিমধ্যে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মৌসম ভবন সূত্রে খবর, মিগজাউম ধীরে-ধীরে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ অন্ধ্র উপকূল বাপাতলার কাছে মিগজাউম আছড়ে পড়বে। এখন থেকেই বাপাতলায় ঝড়ের দাপট বাড়তে শুরু করেছে। ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে মৌসম ভবন। বাপাতলায় মিগজাউম-এর ল্যান্ডফল হলেও সংলগ্ন এলাকাগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নীচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি জলমগ্ন হওয়ার পাশাপাশি ভাসছে বিমানবন্দরও। অন্ধ্রপ্রদেশের ৮ জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে, তিরুপতি, নেল্লোর, প্রকাসাম, বাপাতলা, কৃষ্ণা, পশ্চিম গোদাবরী, কোনাসিমা এবং কাকিনাড়া। ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত এলাকাগুলির উপর নজরদারি এবং দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করেছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি। ৩০০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে, ঝড়-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন স্বয়ং। তিনি জানান, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ নামানো হয়েছে।

চেন্নাইয়ে বানভাসি আমির খান!

চেন্নাই, ৫ ডিসেম্বর: চেন্নাইয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বানভাসি আমির খান। শেষে সেই পরিস্থিতি থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। সমাজমাধ্যমের পাতায় সেই ছবি ভাইরাল। ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের চোখরাঙানিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্য। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বানভাসি তামিলনাড়ুর চেন্নাই-সহ উপকূলবর্তী সাত জেলা। চেন্নাইয়ে গিয়ে বন্যার কবলে পড়েছিলেন বলিউড অভিনেতা আমির খানও। অবশেষে নৌকোয় করে উদ্ধার করা হয় বলিউড তারকাকে। সাধারণ নাগরিকদের মতো নৌকোয় চেপে নিরাপদ স্থানে পৌঁছলেন আমির। আমিরের সঙ্গে একই নৌকোয় ছিলেন তামিল তারকা বিষ্ণু বিশালও। তিনিই আমিরের সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমের পাতায়। সঙ্গে লেখেন, 'উদ্ধারকারীদের অসংখ্য ধন্যবাদ, যাঁরা এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের সাহায্য করেছেন। করপক্কমে উদ্ধার কাজ চলছে। আমি নিজেই তিনটে উদ্ধারকারী নৌকো দেখতে পেয়েছি।'

যোগ দেবেন না মমতা-সহ শীর্ষ নেতারা, আজ বাতিল 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক, ঘরোয়া মিটিংয়ে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক ডেকেও তা বাতিল করতে হয়েছে কংগ্রেসকে। তবে 'ইন্ডিয়া'র শরিক দলগুলির সংসদীয় নেতাদের নিয়ে ঘরোয়া একটি বৈঠক করতে চায় কংগ্রেস। তা অবশ্য 'ইন্ডিয়া'র নামে নয়। আজ 'ইন্ডিয়া'র শরিকদলগুলির নেতাদের নিয়ে দিল্লিতে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, জেডিইউ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলের শীর্ষ নেতারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে কোনও আলোচনাই করা হয়নি। ফলে ৬ ডিসেম্বর 'ইন্ডিয়া'র নামে ডাকা বৈঠক স্থগিত করতে একপ্রকার বাধ্য হয় কংগ্রেস। তবে বুধবারেই ঘরোয়া বৈঠকটি করতে চান কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, গত রবিবার চার রাজ্যের ভোটের ফলপ্রকাশ শুরু হওয়ার খানিক ক্ষণের মধ্যেই জানা যায়, কংগ্রেস সভাপতি খাড়্গে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকের কথা সব নেতাদের জানাচ্ছেন। যদিও রবিবার রাত পর্যন্ত তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কোনও ফোন আসেনি বলেই বাংলার শাসকদলের নেতৃত্ব জানিয়েছিলেন। সোমবার রাজভবন থেকে বেরিয়ে মমতাও বলেন, 'আমাকে কেউ কিছু জানাননি। আমার আগে থেকে উত্তরবঙ্গে কর্মসূচি ঠিক করা রয়েছে।' তার পর একে একে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবও জানান, তাঁরা দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না। সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। তাই কংগ্রেসের তরফে সব দলের সংসদীয় নেতাদের বৈঠকে উপস্থিত করানোর চেষ্টা চলছে বলেই সূত্রের খবর। রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ে তারা উচ্ছ্বসিত। অন্যদিকে কংগ্রেসও চাইছে শীতকালীন অধিবেশনে গেরুয়া শিবিরকে চাপে রাখতে। সে কারণেই বিরোধী ঐক্যের ছবি তুলে ধরতে খাড়্গেরা কিছুটা অতিসক্রিয় বলে মনে করা হচ্ছে। ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিকে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু তা হচ্ছে না। পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলে জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। তা ছাড়া 'ইন্ডিয়া'র শরিক দলগুলিও কংগ্রেসের 'দাদাগিরি'র মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় জোট-বৈঠক নিয়ে কিছুটা 'ধীরে চলো' নীতি নিতে চাইছে এআইসিসি। সূত্রের খবর, ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফের একবার 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক ডাকার চেষ্টা করা হবে কংগ্রেসের তরফে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Beldar S/o. Paltu Beldar ও Dilip Kr. Beldar S/o. Paltu Beldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৭৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Koushik Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kartick Chandra Dutta ও K. C. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

E-Tender

E- Tenders invited by the Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. **NIET No.06/5thSFC/ Harekrishnapur/ 2023-24, MEMO NO. 1826/Hkp, Dated - 29.11.2023.** Last date of submission **14.12.2023 up to 6p.m.** For details contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat.

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৭১৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Nabir S/o. Sk Musahar Rahaman ও Sk Nobir S/o. Sk M Rahaman, Mujabul Seikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২৩ নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ২০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Paban Kumar Rauth S/o. Harihar Rauth নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Sajid নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Hogalbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Rajapur, Nadia. **NIET NO. 06/5th SFC/2023-24,** Last date of submission **13.12.2023 up to 6p.m.** For details please contact this office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan, Hogalbaria Gram Panchayat.

CHANGE OF NAME

I, ARPITA SARKAR, D/O UTTAM SARKAR, of Bidhanpally, P.O- Sreepally, Burdwan-713103, WB, do Hereby Solemnly Affirm and Declare that Arpita Sarkar and Moushumi Sarkar is one,same and identical person vide affidavit dated 30.10.2023 before the M.M.Court, Calcutta.

CHANGE OF NAME

I, Ekta Saraogi W/o Mr. Saurabh Saraogi residing at Alcove Regency, Flat 3A, Tower 1, 27, Dr Ambedkar Sarani, Gobinda Khatick Road, Kolkata, West Bengal, 700046 declare that hence forth be known as Laavya Saraogi by an affidavit number 12473 dated 28th November, 2023 before Judicial Magistrate 1st Class, Alipore. I state that Ekta Saraogi & Laavya Saraogi both are my names & are the names of same & one identical person, but from today onwards I shall be only known & called as Laavya Saraogi.

Name Change

I, Krishna Das W/o Ranjan Kumar Das, resident of Flat No. 4D, Tower 2, Gangetica, Lichutala, Kalibari, P.O & P.S – Chandannagar, Dist -Hooghly, Pin – 712136, have changed my name from Krishna Rani Das to Krishna Das vide Judicial Affidavit No. 6585 dated 30.11.23 before 1st Class Judicial Magistrate , Chandannagar, Hooghly. Krishna Das and Krishna Rani Das are one, same and identical person.

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৭২০ নং এফিডেভিট বলে Sandip Kumar Ghosh S/o. Tarak Das Ghosh ও Sandip Kr Ghosh S/o. T. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I SIV SANKAR JHAWAR S/o Krishan Gopal Jhawar, age 29 residing at 56/1/1 Kings road, Howrah, West Bengal - 711101 changed my name to SHIV SANKAR JHAWAR- Vide affidavit no. 29AA746321 dated 01 December 2023 sworn before Notary at Howrah.

নাম-পদবী

আমি Rumi Ghosh, স্বামী-Late Kiriti Ghosh, গ্রাম ও পোঃ- গাঁতলা, থানা- কান্দি, জেলা-মুর্শিদাবাদ, যা আমার আধার কার্ডে আছে। কিন্তু ভুলবশত আমার ভোটার কার্ডে আমার নাম Ghosh Rakhi এবং স্বামীর নাম Kiriti আছে। গত ০১-১২-২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Rumi Ghosh স্বামী Kiriti Ghosh এবং Ghosh Rakhi স্বামী-Kiriti এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

E-Tender

E- tender are invited by the Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat(Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIT No.21 & NIT No. 22.** Last date of submission **12.12.2023 and NIT No. 19** Last date of submission **09.12.2023 upto 6 pm,** visit www.wbtenders.gov.in And Sealed tender NIT No. 18 & 20, Last date of application **09.12.2023 upto 4 p.m.** For details please contact the Office.

Sd/- Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat.

NOTICE

This is to inform the general public that, one of our client, Rajatesh Ganguly, is the absolute owner, of the said property being **"All That piece and parcel of land total measuring 526 Satak more or less,** J.L. No. 309, lying and situate under Mouza-Taljamboni, comprised in Dag Nos. 455, 455/744, 457, 459, 459/813, 447/814, 677/879 & 456, 447, 448, 454 & 453, 720/924, 676, Khatian No.657, within Petbindi Gram Panchayat, P.S-Belebera, Paschim Medinipur (now Jhargram)" by way of several deeds of conveyance.

At the time of purchase, he was handed over original chain title deeds being Deed Nos.4527 of 1990, 4688 of 1962 & 2945 of 2014, but the same has been lost/misplaced from his custody and has subsequently lodged a G.D No.25 dated 01.12.2023 with the Beliabera Police Station.

If any person is having possession of the said original deed/s and/or having any information in this regard may contact the undersigned, within 10 days of the publication of the said notice, and if no communication is received within the given period of time, he shall be free to deal with the said property as per his own accord and will.

Vineet Tibrewal,
Advocate for Rajatesh Ganguly
4/1, Red Cross Place, Ground Floor, Room No.19, Kolkata - 700001
Mob: 9830122987

ভ্রম সংশোধন

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইংরাজী ২১/১১/২০২৩ তারিখে একদিন পত্রিকায় সন্ধানচাই কলমে আমার মক্কেল শ্রী রাজু ব্রহ্ম এর পিতা- রুহিদাস ব্রহ্ম (পিতা- কুঁশাইলাল ব্রহ্ম) এর নিরুদ্দেশ বিষয়ক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। প্রকাশ থাকিল যে, ২১/১১/২০২৩ তারিখের বিজ্ঞাপনে চেন্নাই সেন্ট্রাল থানার যে ডায়রির তারিখ ভ্রমবশতঃ ৪/১০/২০২১ তারিখ হিসাবে ছাপানো হইয়াছে যাহা প্রকৃতপক্ষে ৪/১০/২০০১ হইবে, যাহা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হইতেছে।

রঞ্জন পাল
(অ্যাডভোকেট)
জেলা জজ কোর্ট চুঁচুড়া হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিসান) আদালত, চন্দননগর

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ১৪৬/২০১৯

দেবাশিষ মোদক ...বাদী

-বনাম-

শ্যাম সুন্দর দত্ত দীগর ... বিবাদী

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদী শ্রী দেবাশিষ মোদক হইতে শ্রী আশিষ মোদক পিতা- বৈদ্যনাথ মোদক, সাং দীওপা, পোঃ দৈপতিপুর, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী রুজু করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয় সমূহ সম্পর্কে বিবাদীর কোন ওজর আপত্তি/ বক্তব্য থাকিলে বা কোনরূপে সার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত অদালতে নিজে হাজির হইয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি বাদীর পক্ষে একতরফা শুনানী হইবে।

বাদী পক্ষে
শান্তনু চ্যাটার্জী
উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
Nilima Chatterjee
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Junior Division)
2nd Court, Chandernagore

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯ শে অগ্রহায়ণ, বুধবার।নবমী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলর মহাদশা ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাণিজ্যে ধন লাভ নিশ্চিত ।বাণিজ্যের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন বা যন্ত্রাংশ বিক্রির ব্যবসা করেন তাদের শুভ ।যারা প্রশাসনিক কর্মে রয়েছেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী সহ সুন্দর অবস্থান । ভগবান শ্রী গনেশ জী চরণে দুর্বা দিন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : যারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য এবং বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ ।প্রেমিক যুগল, অতীব শুভ দিন, ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যারা লেখালেখি করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহায়তা লাভ ।প্রবীন নাগরিকের শরীর সুস্থতার দিকে । মহাশক্তি মা কলী মন্ত্র উচ্চারণ শুভ।

মিথুন রাশি : নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। বিক্রয় প্রতিনিধিদের দিনটি শুভ যাবে ।পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। তৃতীয় ব্যক্তির সাথে যে বিবাদ ছিল আজ তা মিটে যাবে। সন্ধ্যার পর কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই ভালো। আজ নতুন এক সম্ভাবনাময় দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।ভগবান শিবের চরণে বেলপাতা প্রদান।

কর্কট রাশি : পুরাতন বন্ধু বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। পরিবারের সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ ছিল, তা সমস্যা সমাধানের দিকে যাবে। কোন আইনের লড়াইয়ে আপনি প্রবীণ মানুষের সহায়তা পাবেন ।সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি যোগ ।যদি ইমারতীর দ্রব্য বা ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তবে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন

সিংহ রাশি : যারা কর্মের অনুসন্ধানে আছেন তাদের আজকের দিনটি শুভ নয় ।ব্যাংক ইন্সুরেন্সে দৌড়াদৌড়ি হবে, ছুটোছুটি হবে কিন্তু কাজটি না হওয়ার যোগ। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে যে পাকা কথা হওয়ার ছিল তা বাধা পড়বে। সম্পত্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে, ভগবান শ্রী নারায়ন দেবের চরণে ১০৮ তুলসী দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শুভ যোগাযোগ হবে। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে শুভ। গৃহবধূ ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অতীব শুভ দিন। বিবাদের আশঙ্কা আছে তবে ধৈর্য সহ কথা শুনলে, বিবাদের আশঙ্কা নেই ।যারা বস্ত্রের ব্যবসায়ী তাদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসীপত্র দিয়ে পূজা পাঠ করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে, পুরাতন বান্ধবের থেকে। আজ সতর্ক থাকতে হবে, বাণিজ্য বিষয়ে। যে মানুষটি কথা দিয়েছিলেন নতুন কিছু শুরু করার সেই বিষয় কোন বাধা পড়বে। কোন কিছু না পড়ে সই করা যাবে না। বিদ্যার্থীরা ধৈর্য ধরো, শুভ দিন আসন্ন। যারা ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাদের ধৈর্য ধরা শুভ। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে দূর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। প্রবীণ দ্বারা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি প্রবল সম্ভাবনা। যারা বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করেন, তাদের নতুন সুযোগ বৃদ্ধি ।যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিবাহের ব্যাপারে পরিবারে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা । মা দুর্গার চরণে নারিকেল প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি :শুভদিন। যে বান্ধবের দ্বারা কাজটি হওয়ার কথা ছিল ,আজ তা সম্পূর্ণ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছোট ভাই বা পরিবারে কনিষ্ঠ স্বজন দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি তা পালন করার জন্য অর্থ প্রাপ্তি সম্ভাবনা। মা দুর্গার চরনে লাল পুষ্প দান করুন।

মকর রাশি : যারা গাড়ির যন্ত্রাংশ ব্যবসা করেন, তাদের শুভ দিন। যারা গাড়ি কেনা বেচা করেন তাদেরও শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ দিন ।বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সহায়তা লাভ অনাত্মীয় প্রতিবেশী দ্বারা সহায়তা লাভ। প্রতিদিন শনি মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : সামান্য তর্ক-বিতর্ক হবে। মানসিক ভাবে শক্তিশালী হলে এই বিতর্ক দানা বাঁধবে না। এক বান্ধবীর দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ আছে। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য প্রয়োজন। যারা খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের আজ রিস্ক না নেওয়া শুভ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্লপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : এগিয়ে চলুন, এক নতুন সংযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাড়ির সম্পত্তি ভূমি বিক্রয় বা ক্রয়ের জন্য শুভ দিন। সন্তানের কোন চাহিদা পূরণ করতে পারেন। ধৈর্য ধরুন আগামীতেও শুভ ফল পাবেন। ভগবান গনেশ জী চরণে দূর্বা দিন, হলুদ রঙের লাড্ডু প্রসাদ রূপে দিন ভালো হবে।

(ডঃ বি আর আম্বেদকরে র তিরোধান দিবস। শহীদ দিনেশ গুপ্ত র ভূমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

'মুখ্যমন্ত্রীর মানসিকতা জাতীয়তা বিরোধী' রাজ্য সংগীত নিয়ে মন্তব্য শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার হাওড়াতে দলীয় কর্মসূচিতে এসে রাজ্যের রাজ্য সংগীত চালু করার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে ' জাতীয়তা বিরোধী' বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন,'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫ কোটি দেশবাসীর জন্য জাতীয় সংগীত লিখে গিয়েছেন, যা আমরা গাই। আর উনি পাকিস্তানে ভারত এয়ার স্ট্রাইক করলে তার প্রমাণ চান। রাজ্যে সেনাবাহিনী মহড়া করলে নবান্নে বসে বলেন আমার রাজ্য দখল করে নিচ্ছে। ওনার কাজে এটা প্রমাণিত উনি জাতীয়তা বিরোধী।'

শুভেন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিবাহে উপস্থিত থাকতে ২৮ জন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের রাজ বৈদ্যের মতো পাঠানো হয়েছে। আমরা আগে রাজার জন্য রাজবৈদ্যর কথা পড়েছি। এখন সরকারি হাসপাতালের ২৮ জন চিকিৎসককে সরকারি নির্দেশ জারি করে কার্শিয়াং পাঠানো হয়েছে।'

শিল্পমন্ত্রী এনসিআরবি রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ অপরাধ কম হওয়া রাজ্য বলে করা দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে শুভেন্দু পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ' আমি থিওরিতে বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাস করি বাস্তবকে। ২০২১ এর নির্বাচন হওয়ার পর এক লক্ষ হিন্দুকে কেন ঘর ছাড়া হতে হয়েছিল, কেন মানস সাহা সহ ৫৭ জন বিজেপি কর্মীর হত্যা হয়েছিল কেন? পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৫ জনের ।মৃত্যু হয়েছে কেন? যেখানে দেশে ৫ টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হলেও কারোর মাথাও ফাটে নি, সেখানে এই রাজ্যে নির্বাচনে এত হিংসা কেন জানতে চাই।'

এছাড়াও মঙ্গলবার শুভেন্দু 'ইন্ডিয়া' জোট প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেন, 'ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে গেছে। আমি ঐ জোটের নেতাদের বলব গয়াতে গিয়ে পিন্ডি দেওয়ার কাজটা শেষ করে আসুন'।

কামারহাটিতে বিটি রোডে ভস্মীভূত একাধিক দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কামারহাটি পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবর্তক জুটমিল লাগোয়া বিটি রোডের ধারে মঙ্গলবার ভোর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দোকান। দোকানপাট বন্ধ থাকায় বড় ধরনের ঘটনার হাত থেকে রেহাই মিলেছে। এলাকার লোকজন ছুটে এসে প্রথমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কি থেকে আগুন লেগেছে, তা জানা যায়নি। কিন্তু স্থানীয়দের অনুমান, রাস্তার ধারে থাকা পোস্টের ট্রান্সফর্মারে শর্টসার্কিটের জেরেই আগুন লেগেছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কামারহাটি ও বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ। আগুনে হতাহতের কোনও খবর নেই। এমনকি আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমানও জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ভোর রাতের দিকে পুরানো ফার্নিচার বোঝাই দোকানে আগুন লাগে। সেই আগুন পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে একাধিক দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি দেখতে ফের আসছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনো রাজ্যের একশো দিনের কাজের টাকা, আবাস প্রকল্পের টাকা বকেয়া রেখেছে কেন্দ্র। টাকা মেটানোর দাবি নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের নিয়মিত চিঠি চালাচালি হচ্ছে। তবে প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই এখনো মেলেনি। এরই মধ্যে ওই সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে ফের বাংলায় আসছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চলতি মাসেই বাংলায় আসতে চলেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। যদিও কবে তাঁরা আসছেন, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। বাংলার একাধিক রাজ্যের বাস্তব চিত্র ঘুরে দেখার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় টিমের। সব মিলিয়ে মোট চারদিন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের কাজকর্ম খতিয়ে দেখার কথা রয়েছে তাঁদের। সূত্রের খবর, এই টিমের প্রতিনিধিরা চারদিন ধরে পরিদর্শনের পর আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেবেন।

লিবারটন অর্থোপেডিক কেয়ারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অস্থি সংক্রান্ত উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ করছে লিবারটন অর্থোপেডিক হাসপাতাল। যার মধ্যে একটি হল আর্থিকভাবে রোগীর সাধ্যের মধ্যে পরিষেবা দেওয়া। উদ্বোধন হল তাদের অর্থোপেডিক কেয়ারের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডাঃ ইন্দ্রনীল পাল বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হল শীর্ষস্থানীয় অর্থোপেডিক কেয়ার সবার জন্য সহজলভ করা। লিবারটন অর্থোপেডিক হাসপাতাল শুধুমাত্র একটি চিকিৎসা সুবিধা নয়, এটি একটি প্রতিশ্রুতি।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনির্বাণ দত্ত এবং প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক শ্রী মেহতাব হোসেন।

ফোল্ডিং স্মার্টফোনে বিপ্লব আনল টেকনো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বের প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড টেকনো ফোল্ডিং ফোনের বিভাগে বিপ্লব আনল এক যুগান্তকারী দাম ধার্য করে। সংস্থার তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, এটাই ১ লক্ষ টাকার কম দামে প্রথম ফোল্ডিং ফোন। ক্রেতাদের সব প্রয়োজনগুলো মেটাতে সযত্নে তৈরি এই ডিভাইসে আছে একটা এয়ারোস্পেস-গ্রেড ড্রপ-শেপড হিঞ্জ, যাতে ভাঁজের দাগবিহীনভাবে মসৃণ ভাঁজ করার অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, ফ্যান্টম ভি ফোল্ড ফোনের বিশেষ উৎসব মূল্য হিসেবে ৬৯,৯৯৯ টাকাও ঘোষণাও করা হয় এদিন। এরই পাশাপাশি ৬,৬৯৯ টাকাতে মিলবে স্পার্ক গো ২০২৪ ফোন। সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়, এটা এক উচ্চমানের প্রারম্ভিক স্তরের স্মার্টফোন, যা বাজারে নিয়ে আসা হল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টলিউড তারকা যিশু সেনগুপ্ত এবং টেকনো মোবাইল ইন্ডিয়ার সিইও অরিজিৎ তলাপাত্র।

সেনকো গোল্ডস অ্যান্ড ডায়মন্ডসের উদ্যোগে উদ্বোধন ডায়গস্টিক সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সেনকো গোল্ডস অ্যান্ড ডায়মন্ডস করপোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি- হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রসপুঞ্জে প্রভাত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন করল। মঙ্গলবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অরি, পিজি হাসপাতালের ডাঃ অরুণাভ সেনগুপ্ত, সিএমওএইচ ডাঃ এম এস মাইতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ শিখা রায়। প্রভাত ডায়গনস্টিক সেন্টার' প্রসঙ্গে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের চেয়ারপার্সন এবং হোলটাইম ডিরেক্টর রঞ্জনা সেন জানান, ' এটি প্রায়ত শঙ্কর সেনের স্বপ্নের প্রকল্প ছিল। তাঁরই প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কমপ্লেক্সের এটি প্রথম ইউনিট। পশ্চিমবঙ্গের যাঁরা আর্থিকভাবে দুর্বল তাঁদের স্বাস্থ্যসেবা এবং অ্যাকাডেমিক সহায়তা প্রদান করতে চেয়েছিলেন প্রয়াত শঙ্কর সেন। তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে মেডিকেল কমপ্লেক্সটিতে থাকছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নার্সিং অ্যাকাডেমি, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও মেডিকেল সেন্টার।

আগামী বছরের মধ্যেই ডিম উৎপাদনের নিরিখে প্রথম স্থানে পৌঁছবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের মধ্যেই এরাজ্য ডিম উৎপাদনের নিরিখে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে পৌঁছে যাবে। রাজ্য বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে মঙ্গলবার পোল্ট্রি ফার্মিং ও পশু খামারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্য ডিম ও দুধ উৎপাদনে অনেকটাই এগিয়েছে। ডিম উৎপাদনে চতুর্থ স্থানে রয়েছে রাজ্য। ২০২৪ সালের মধ্যে এক নম্বর স্থানে পৌঁছে যাবে বলে তাঁর দাবি।

মন্ত্রী জানান, ২০২২- ২০২৩ অর্থবর্ষে ১০ লক্ষ উপভোক্তাকে হাস মুরগি বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৩ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান ঘটেছে। বিজেপির বর্ষীয়ান বিধায়ক অশোক লাহিড়ী প্রাণীসম্পদ মন্ত্রীর উদ্দ্যেশ্যে বলেন, দুধ, ডিম, মাছ, সবজিতে ঘাটতি রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ, ডিম, মাছ ও সবজি রাজ্যে নেই। বিশেষ করে ডিমের ঘাটতি অনেক বেশি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে করে অশোক লাহিড়ী বলেন, এখন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় হাঁস, মুরগি ডিম পাড়ছে। অশোক বাবুর এই মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সতর্ক করে দেন। ঠিক এই সময়ই সরকার পক্ষের বিধায়করা বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশ্য করে শেম শেম স্লোগান দিতে থাকেন। সামান্য সময়ের জন্য হই হট্টগোল হয়। এরপর অধ্যক্ষের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৩১ ডিসেম্বর, রবিবার ভারততত্ত্ববিদ, প্রথম এশিয়াবাসী হিসাবে লন্ডন ইউভার্সিটি থেকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পালি বিভাগের প্রধান, বাংলা তথা বাঙালি বৌদ্ধদের গর্বিত সন্তান ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদায় পালিত হবে।ড. বিএম বড়ুয়া স্মারক বক্তৃতা ২০২৩, প্রদান করবেন বাংলাদেশ জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কোলজিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোকাম্মল এইচ ভুঁইয়া। ড. বিএম বড়ুয়া স্মারক উপহার ২০২৩, প্রাপক ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ ভূতপূর্ব আধিকারিক, সমাজ হিতৈষী, নিউদিল্লি নিবাসী মাননীয় জয়দত্ত বড়ুয়া। সম্মানিত অতিথি রূপে উপস্থিত থাকবেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভূতপূর্ব ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত ও বহু গুণে গুণান্বিত চিকিৎসক শংকরকুমার নাথ।

সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন সভার সম্মানিত সভাপতি ড. রতনশ্রী মহাথের মহোদয়। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রী যাঁরা মেধাবী অথচ আর্থিক অসুবিধায় আছেন, তাঁদের ড. বিএম বড়ুয়া স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। শতাব্দী প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শুভানুধ্যায়ীর উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ ডিসেম্বর ২০ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, বুধবার

শুরু হল ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও সলমন খান। মঞ্চে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বলিউড অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা ও নায়িকা সোনাক্ষী সিনহা। নৃত্য পরিবেশন সৌরভ জায়া ও বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের। ছবি: অদিতি সাহা

সলমন, অনিল, থেকে টলিউড তারকারা

২৯ তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে চাঁদের হাট

শুভাশিস বিশ্বাস

ছিলেন না 'বিগ বি।' আসতে পারেননি শাহরুখও। তবে সলমন খান, অনিল কাপুর, সোনাক্ষী সিনহা, মহেশ ভাট সহ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, মিমি-সহ বাংলার অন্যান্য তারকাদের নিয়ে উদ্বোধন হল ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের।

মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবারও ছিল চাঁদের হাট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শুরু থেকেই। চলচ্চিত্র তারকাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। এদিনের উৎসবের উদ্বোধনে নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'দীক্ষামঞ্জরী'-ছাত্রছাত্রীরা। এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানে। গাইলেন ইমন চক্রবর্তী, মনোময় ভট্টাচার্য, অদিতি মুন্সি, ইন্দ্রনীল সেন, রূপঙ্কর বাগচি। অবশ্যই মধ্যমণি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় সংগীতের মতো রাজ্য সংগীত হওয়ার সময়ও উঠে দাঁড়াতে হবে, সোমবার বিধানসভা মিউজিয়ামের উদ্বোধনের সময় এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সেই নির্দেশমতেই গান গাওয়ার সময় উঠে দাঁড়ান সকলে।

২০২৩-এর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ফোকাস কান্ট্রি স্পেন। এবারের স্পেশ্যাল ফোকাস রাখা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ওপর। ইনসার্চ অফ আইডেন্টিটি হিসেবে রাখা হয়েছে কুর্দিস্তানকে। রেট্রোস্পেকটিভ পাভেল লুঙ্গিন। এ বছরের চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রণকারী দেশের সংখ্যা ৩৯।

উৎসবে মোট ছবি দেখানো হবে ২১৯টি। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি এবং তথ্যচিত্র রয়েছে ৫০টি। প্রতিযোগিতা বিভাগে কাহিনি চিত্র ৭২টি। প্রতিযোগিতা বিভাগ ব্যতীত ছবির সংখ্যা ৯৭টি।আনহার্ড ইন্ডিয়া বিভাগে রয়েছে ৬টি ছবি। রেস্টোর্ড ক্ল্যাসিক্সে রয়েছে ২টি ছবি। গেম অন-৩টি ছবি।পরিবেশ বিষয়ক ছবি ৫টি। এই ছবিগুলি দেখানো হবে ২৩টি প্রেক্ষাগৃহে।

এবছরই প্রথম বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কারের মূল্য ৭ লক্ষ টাকা। এবছর নন্দন, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ ছাড়াও ছবি প্রদর্শিত হবে রাধা স্টুডিয়ো, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, নজরুল তীর্থ ১ ও ২, নবীনা, সাউথ সিটি আইনক্স, স্টার, প্রাচী সিনেমা, মিনার, বিজলী, মেনকা, অশোকা, অজন্তা, মানি স্কোয়ার, মেট্রো, কোয়েস্ট মল, নিউ এম্পায়ারে। উল্লেখ্য, এই বছরের উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে নির্বাচিত ছিল উত্তম কুমার এবং তনুজা অভিনীত ছবি 'দেওয়া নেওয়া'। এই ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬৩ সালে।

এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নন্দন ১, ২, ৩, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র সদন ছাড়াও শহরের বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি সিনেমাহলে প্রদর্শিত হতে চলেছে বেশ কিছু ছবি। শুধু ডেলিগেটস কার্ড বা মিডিয়া কার্ড হোল্ডাররাই নয়, যে কেউ সেই সব সিনেমা হলে ছবি দেখতে পারেন, তাও নিখ রচায়। তবে রয়েছে শর্ত। সময় অনুসারে পৌঁছে যেতে হবে পছন্দের হলে। এরপর টিকিট কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করতে হবে ফ্রি পাস। সেই পাস দেখিয়েই সিনেমা দেখতে পারবেন সাধারণ দর্শক।

মাদুলি, পৈতে, আংটি ফিরত পেতে ইডির বিরুদ্ধে বিচারকের কাছে দরবার মানিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিকবার খারিজ হয়ে গিয়েছে জামিনের আবেদন। তবে এবার তাঁর 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' আংটি, মাদুলি ফিরে পেতে মরিয়া তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য! মঙ্গলবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির মামলার শুনানিতে মানিক বলেন, ইডি গ্রেপ্তারির সময় তাঁর পৈতে, পাথরের আংটি ও মাদুলি নিয়ে নিয়েছে। একসময় যেগুলো তিনি সর্বক্ষণ পরে থাকতেন। তাঁর আবেদন ওই জিনিসগুলো তাঁকে ফেরত দেওয়া হোক।

এর পরেই বিচারক প্রশ্ন করেন, তা হলে এত দিন পর কেন মানিকের সে কথা মনে পড়ল? জবাবে মানিক বলেন, 'আমি ওঁদের অনেক বার বলেছি। মিথিলেশ মিশ্র, বিজয় কুমার (তদন্তকারী অফিসার) এটা জানেন। ওঁরা গ্রেপ্তারির দিনে ওই জিনিসগুলি নিয়ে আলমারিতে রেখে দিয়েছিলেন। তার পর প্রায় ১০ বার ফেরত চাওয়ার পরেও দেননি।' বিচারক প্রশ্ন করেন নিয়ম মেনে সেগুলো ফেরতের আবেদন করা হয়েছিল কিনা। উত্তরে অবশ্য না বলেন মানিক। এরপরই ব্যাংকশাল আদালতের বিচারক মানিককে বলেন, 'নির্দিষ্ট জায়গায় ফের আবেদন করুন'।

এদিন নিয়োগ দুর্নীতির মামলার শুনানি ছিল ব্যাংকশাল আদালতে। মানিক ভট্টাচার্যকে সশরীরে আদালতে পেশ করে ইডি। শুনানি তখন প্রায় শেষের দিকে। বিচারককে প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি বলেন, '১০ অক্টোবর ইডি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমার ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে নেন তদন্তকারী অফিসাররা'। তাঁর অভিযোগ, 'বলা হয়েছিল, ফেরত দেওয়া হবে, কিন্তু ফেরত পাইনি। পিপি-কে বলেছি, ফেরত পাইনি'।

২০২২ সালের ১১ অক্টোবর প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে। হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 'এই মুহূর্তে জামিন দিলে ইডির তদন্তে প্রভাব পড়বে। সমাজে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার চার্জশিটে নাম ছিল মানিকের স্ত্রীরও। তাঁকে অবশ্য ১ লক্ষ টাকা বন্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষই। ইডি বিশেষ আদালতে পাসপোর্ট জমা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আবেদনকারীকে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'জামিন খারিজের হলফনামায় মামলাকারী যে পালিয়ে যেতে পারেন বা তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করতে পারেন, এমন কোনও আশঙ্কা প্রমাণ করেনি ইডি'।

অর্পিতার চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে হবে, কড়া নির্দেশ আলিপুর আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মডেল-অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা নগদ উদ্ধার হতেই বছর খানেকের বেশি শ্রীঘরে তিনি। জামিন মেলেনি। শুনানিতে সংশোধনাগারের চিকিৎসা নিয়ে একাধিকবার তিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেসবের নিরিখে এবার অর্পিতার চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে জেল কর্তৃপক্ষকে কড়া নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত।

মঙ্গলবারের শুনানিতে জেল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে বিচারক বলেন, 'চিকিৎসা যেন দ্রুত হয়, তা সুনিশ্চিত করুন।' এদিন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসার জন্য আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী নীলাদ্রি ভট্টাচার্য। সেটা কম্যান্ড হাসপাতাল হলেও কোনও আপত্তি নেই বলে জানান তিনি। আইনজীবী

জানান, চিকিৎসার পর অর্পিতা কিছুটা ভালো আছেন। তাঁর এক্স রে এবং স্ক্যানের দরকার। নিয়মিত যেন চিকিৎসা হয়, সেই আবেদন জানান নীলাদ্রি ভট্টাচার্য। এই সওয়ালের পর জেল কর্তৃপক্ষের তরফে হাজির প্রতিনিধিকে বিচারক বলেন, 'আপনাদের উদ্যোগ নিয়ে যেন কোনও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। উনি যাতে বুঝতে পারেন যে চিকিৎসা হচ্ছে। আপনারা ওঁর অভিভাবক। আপনারা তো এসএসকেএমে চিকিৎসার জন্য পাঠান। আমাদের রাজ্যে বেস্ট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল।' অর্পিতা নিজেও নিজের শারীরিক সমস্যার কথা বলেন। বিচারক বলেন, 'জেল কোড অনুযায়ী জেল কর্তৃপক্ষ এর দায়িত্বে আছেন। ওখানে যেটা হবে সেটা জেনে নেবেন। আপনার কিছু হলে ওঁরা দায়ী হবেন।'

গত বছর জুলাইতে বস্তা বস্তা টাকা উদ্ধার হওয়ার পর বাড়ি থেকে ইডি হাতে গ্রেপ্তার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। সেই থেকে তাঁরা জেলবন্দি। জামিনের আবেদন বার বার খারিজ হয়েছে। এমনকী অসুস্থতার আর্জিও ধোপে টেকেনি। বরং সংশোধনাগারেই পার্থ এবং অর্পিতার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।

ব্যস্ত সময়ে মেট্রো সমস্যা! কয়েক ঘণ্টায় হল সমাধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবারের ব্যস্ত সময়ে আচমকা থমকাল মেট্রো পরিষেবা। এদিন আচমকাই পার্ক স্ট্রিট থেকে সেন্ট্রাল পর্যন্ত মেট্রো চলাচল সমস্যা দেখা দেয়।

আপ এবং ডাউনে দু'টি করে মেট্রো চলার বদলে পার্ক স্ট্রিট থেকে সেন্ট্রাল পর্যন্ত একটি করে মেট্রো চলাচল করেছে। দু'টির বদলে একটি করেই মেট্রো চলেছে রবীন্দ্রসদন এবং পার্কস্ট্রিটের মধ্যেও।

সূত্রের খবর , বৈদ্যুতিক বিভ্রাটের কারণেই বিঘ্নিত হয়েছে মেট্রো পরিষেবা। সমস্যার সমাধানে ইতিমধ্যেই তৎপর মেট্রো রেল। সমস্যার সমাধানে পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে পৌঁছে যান ইঞ্জিনিয়াররাও। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

দিনে দিনে কলকাতা শহরে মেট্রো পথ যেমন বাড়ছে, তেমনই ব্যস্ত সময়ে অফিস থেকে জরুরি কাজে সহজে যাতায়াতে মেট্রোর ওপর নির্ভরতাও বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে সামান্য সময় পরিষেবা থমকালে বা শ্লথ হলেই মাথায় হাত পড়ে শহরবাসীর।

নিউমোনিয়া মদনের, ভর্তি এসএসকেএম-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র । তখনকার মতো জরুরি পরিস্থিতিতে চিকিৎসা করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আউটডোরে পরীক্ষা করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তিনি আপাতত স্থিতিশীল।

সোমবার রাতে মদন মিত্র অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের ২০৬ নং কেবিনে রেখে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। বিধায়কের কাশি হচ্ছিল খুব। শ্বাসকষ্টের সমস্যাও ছিল। রাতে নেফ্রলজিস্ট তাঁর চিকিৎসা করেন। মঙ্গলবার সকালে তেমন সমস্যা ছিল না। শারীরিক পরীক্ষার পর জানা যায়, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত তিনি, তাঁর বুকে সংক্রমণ রয়েছে। অক্সিজেন, নেবুলাইজার দিয়ে চিকিৎসা চলছে। তবে দুপুরের পর মদন মিত্রকে নিয়ে যাওয়া হয় বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে। হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচারে বের করার সময়ও তাঁকে কাশতে দেখা গিয়েছে। সেখানে এইচআর সিটি থোরাক্স হয়েছে বলে খবর। তার পর আবার ফিরিয়ে আনা হয় এসএসকেএমে। পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে কামারহাটির বিধায়ককে।

'তৈল মর্দন করলেই কি কাউকে পছন্দমতো পোস্টিং দেবেন?'

বিচারপতির তোপে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় এবার হাইকোর্টের বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়ল প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। কাউন্সেলিং ছাড়াই নিয়োগ এবং তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের বাড়ির কাছে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে, এমন অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি সার্কেলের সাত জন শিক্ষক। সেই মামলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার প্রশ্ন, 'যাঁরা আপনাদের হাতে তৈলমর্দন করবেন তাঁদের পছন্দমত স্কুলে পোস্টিং দেবেন, তাই তো?'

বিচারপতির কথায়, 'মামলাকারী অনেক কিছুই চাইতে পারেন, মামলাকারী বলতে পারেন যে তাঁকে তাঁর বন্ধুর বাড়ির কাছে পোস্টিং দেওয়া হোক। কিন্তু পোস্টিংয়ের নির্দিষ্ট বিধি কোথায়?' বারবার জিজ্ঞাসা করা হলেও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ বা রাজ্য কেউই নির্দিষ্ট বিধি দেখাতে পারেনি, মন্তব্য বিচারপতির।

পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি সার্কেলের ওই ৭ মামলাকারী শিক্ষকের দাবি, প্রধান শিক্ষকের প্যানেল তৈরি হওয়ার পরে কোনও কাউন্সেলিং হয়নি। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাড়ির কাছে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ তাঁদের। মঙ্গলবার তার শুনানিতে বিচারপতির জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসসকে ধমক দেওয়ার পাশাপাশি কাছে বদলি সংক্রান্ত সংসদের নীতি কী, তা জানতে চান বিচারপতি। হাওড়ায়, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনায় কাউন্সেলিং হলে পূর্ব মেদিনীপুরে কেন নয়, সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিচারপতি।

২০১৬ সালের যে বিধি রয়েছে তার মধ্যে কোথাও কাউন্সিলিং বা পোস্টিংয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু নেই। এই কারণে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদগুলি পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা পেয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য বিচারপতির। যদি এখনও কোন শূন্যপদ থাকে তাহলে সেখানে নিয়োগ করা যাবে না। এমনটাই নির্দেশ আদালতের। রাজ্য এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের হলফনামা তলব করা হয়েছে।১৮ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানি।

শিয়ালদহ স্টেশনে আরপিএফের হাতে পাঁচ পকেটমার ও মোবাইল চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাসে, ট্রেনে মোবাইল চুরি হওয়ার ঘটনার অভিজ্ঞতা অধিকাংশ যাত্রীদের রয়েছে। নিত্যযাত্রীদের থেকে ট্রেনের কামরাতে ও স্টেশন চত্বরে মোবাইল চুরি যাওয়া ও পকেটমারী হওয়ার ঘটনায় অসন্তোষ জানিয়ে বহু যাত্রী অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের উপর ভিত্তি করে গোটা নভেম্বর মাসে ধরে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর জুড়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পকেটমার ও মোবাইল চুরির চক্রকে গ্রেপ্তার করল আরপিএফ।

আরপিএফের একটি বিশেষ দল স্টেশনের বিভিন্ন অংশে হানা দেয়। পাঁচ জন গ্রেপ্তার হয়। জানা গিয়েছে, চক্রটি শিয়ালদহ স্টেশনের দক্ষিণ ও উত্তর শাখাতে সক্রিয়ভাবে কুকীর্তি চালিয়ে যাচ্ছিল। এদের থেকে ৬৬, ৫০০ টাকা মূল্যের মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেই জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। ঘটনা প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'যাত্রীদের আমরা আবেদন করছি তাঁরা যেন নিজেদের মোবাইল সতর্কভাবে রাখেন। পূর্ব রেল এই ধরনের অপরাধকে নির্মূল করতে সচেষ্ট রয়েছে।'

নিরাপদতম শহর কলকাতা, উদাহরণ দেখিয়ে বিজেপিকে তোপ মন্ত্রী শশীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সাম্প্রতিক রিপোর্টে কলকাতা দেশের নিরাপদ তম শহরের তকমা পাওয়ায় রাজ্যের নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি এই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে তিনি কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেন। বিধানসভা ভবনে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এই রিপোর্ট থেকে প্রমাণ হয়ে গেল কলকাতায় দেশের সবথেকে নিরাপদ শহর। রাজ্য সরকারের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা কমেছে। কলকাতার নিজস্ব রেকর্ড

শোধরাচ্ছে।' নাম না করে বিজেপির সমালোচনা করে শশী পাঁজা বলেন,' রাজনৈতিকভাবে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করছে এবং কলকাতাকে কালীমালিপ্ত করছে, তাদের উচিত নিজেদের শহরের অপরাধ প্রবণতার দিকে তাকিয়ে কথা বলা।' তিনি বলেন,'দিল্লির আইনশৃঙ্খলা দেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অথচ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে ওই শহর দেশের মধ্যে সবথেকে উপরে রয়েছে। নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো জায়গায় কলকাতা। উত্তরপ্রদেশে বুলডোজার চালিয়েও কেন অপরাধ কমছে না তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।' মন্ত্রী বলেন, একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে বাংলা, কিন্তু সেই টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যারা বহু বেটিদের নিয়ে প্রকল্পের কথা বলেন, তাদের এটা দেখা উচিত।

'হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে কেন ভিন্ন অবস্থান?' ভর্ৎসনার মুখে এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে ভর্ৎসনার মুখে এসএসসি। স্কুল সার্ভিস কমিশনকে রীতিমতো তুলোধনা করলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। তাঁর প্রশ্ন, 'হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে কেন ভিন্ন অবস্থান? কীসের ভিত্তিতে এই ভিন্ন অবস্থান'? ১ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল কমিশনকে।

হাই কোর্টে শুনানি চলাকালীন পর্ষদ আদালতে জানিয়েছিল, নিজেদেরে ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন বেআইনি চাকরিপ্রাপকদের নিয়োগ বাতিল করেছে। আবার সুপ্রিম কোর্টে তারা জানিয়েছে, হাই কোর্টের চাপে তারা একাজ করতে বাধ্য হয়েছে। কেন দুই আদালতে দুরকম কথা জানিয়েছে পর্ষদ, হলফনামা আকারে তা জানতে চায় হাই কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা ফিরেছে কলকাতা হাই কোর্টে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে শুনানি শেষে ডেডলাইন বেঁধে দেয় শীর্ষ আদালত। সেই নির্দেশ মতো এই সংক্রান্ত সমস্ত মামলা শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে

জানিয়েছেন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা শীর্ষ আদালত কেন হাই কোর্টে পাঠালো তা আগে বুঝতে চায় নবগঠিত ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ জানাচ্ছে, এখানে একাধিক মামলা রয়েছে। তার মধ্যে আরও নতুন আবেদন যুক্ত হবে কিনা বা একই ধরনের মামলা থাকলে মামলার সংখ্যা কমিয়ে এনে শুনানি করা হবে। রাজ্যের হয়ে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এই সমস্ত মামলায় রাজ্যকে পার্টি না করেই একতরফাভাবে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফলে এই মামলা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, সমস্ত প্যানেল যদি বাতিল করা হয় বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর হঠাৎ করে এই কর্মরতদের বিতাড়িত করা হবে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে চায় ডিভিশন বেঞ্চ। কোন আইনের বলে চাকরি বাতিল করা হবে সেটা স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে জানতে চায় হাই কোর্ট। আজ এর শুনানি।

সম্পাদকীয়

সচেতনতা না বাড়ালে ইন্টারনেটে অপরাধ বাড়বে

বর্তমানে অনলাইনেই সারা হয় যাবতীয় কাজ। অনলাইন মাধ্যমের উপরে যত নির্ভরশীলতা বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে ততই বাড়ছে সাইবার প্রতারণা ও অপরাধের ঝুঁকিও। সাইবার সুরক্ষা হল সেই ব্যবস্থা, যার সাহায্যে যন্ত্র এবং তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার জন্য সাইবার সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সময়ের চাহিদার কথা মাথায় রেখে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পাঠ্যসূচির বিষয় হিসেবে সাইবার সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছেন ('উচ্চ মাধ্যমিকে বিষয় হচ্ছে সাইবার সুরক্ষা', ১৭-১১)। বর্তমান সময়ে যে ভাবে সাধারণ মানুষ অনলাইন কেনাকাটা এবং অনলাইন টাকা-পয়সা লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণ করছেন, তাতে এই বিষয়টির উপরে সম্যক ধারণা প্রত্যেকেরই সুনির্দিষ্ট ভাবে থাকা প্রয়োজন। কারণ কোনও একটি নতুন বিষয় আমরা যদি অভ্যাস করতে চাই, সে ক্ষেত্রে সেখান থেকে কী কী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে যেমন অবগত থাকা প্রয়োজন, ঠিক তেমনই সেখান থেকে কী কী অসুবিধা হতে পারে, সে বিষয়ে সচেতনতা সর্বাগ্রে জরুরি। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংসদ বিষয়টিকে যথার্থ ভাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে। এ ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নিয়ে কেবলমাত্র যারা পড়াশোনা করতে চায়, অর্থাৎ যারা পাঠ্য বিষয় হিসেবে বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তারাই বিষয়টি সম্বন্ধে ঠিকঠাক অবগত হতে পারবে, অন্যেরা নয়। কিন্তু যদি সামগ্রিক ভাবে সচেতনতা গড়ে তুলতে হয়, সে ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে অবশ্যই অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যাতে সকল শিক্ষার্থী বাধ্যতামূলক ভাবে সচেতনতার অংশ হতে পারে। সাধারণ মানুষ সতর্ক না হলে সাইবার ক্রাইম রুখে দেওয়া খুব মুশকিল। আমাদের প্রযুক্তিবিদরা এই বিষয়ে নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ সতর্ক না হওয়া পর্যন্ত তা পুরোপুরি কার্যকর হবে না। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পথে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ভারত। এ দেশে বর্তমানে ৮০ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছেন। তবে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা না এলে এই শক্তি চ্যালেঞ্জ হিসাবে আমাদের সামনে চলে আসবে এবং এই সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

শাশ্বত কথা

তাঁকে পাবার উপায়

শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ! শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে,কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় না- মিছে পড়া। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়-কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না। পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায় ? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। কেবল খুঁজছে কোথায় মরা জানোয়ার,কোথায় ভাগাড়, কোথায় মরা।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

জশপ্রীত বুমরাহ

১৯৪৫ *বিশিষ্ট চিত্র নির্দেশক শেখর কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবীন্দ্র জাদেজার জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জশপ্রীত বুমরাহর জন্মদিন।*

ভারতে আইনসভায় মহিলাদের অবস্থান

অশোক সেনগুপ্ত

'আমাদের রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের যাত্রাপথে এ এক স্মরণীয় মুহূর্ত! ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে অভিনন্দন। নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়মের সপক্ষে রাজ্যসভার যে সব মহিলা সদস্য ভোট দিয়েছেন আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্ব সম্মতিক্রমে এই সমর্থন বস্তুতই আনন্দের।'

লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়ার পর গত ২১ সেপ্টেম্বর এক্স হ্যাণ্ডেলে এই মন্তব্য করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ভোটের ফলপ্রকাশের পরে তুমুল উন্মাদনা। সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির বিজেপি সদর দফতরে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তিন রাজ্যে বিপুল জয়ের পিছনে নারীশক্তির অবদানের কথা বারবার বলেন। আইনসভায় সার্বিকভাবে নারীদের অবস্থান কিন্তু মোটেই যথেষ্ঠ আশাব্যঞ্জক নয়। বিজেপি-ও উল্লেখোগ্য রকমের পিছিয়ে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের সময় সমর্থনে ৪৫৪টি ভোট পড়েছিল। দু'টি ভোট পড়ে বিপক্ষে। এই বিল অনুযায়ী, লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। বলা হচ্ছে আগামী জনগণনা ও খসড়া তালিকার পর এটা কার্যকরী হবে। কিন্তু তার আগে ছবিটা যথেষ্ঠ নেতিবাচক! বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জনগণনা, ডিলিমিটেশন পর্ব শেষ করে লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ভোটে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে করতে ২০২৯ তো বটেই, ২০৩৪-এর লোকসভা ভোটও চলে আসতে পারে।

নয়া সংসদ ভবনে এই মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিতর্কে বিরোধীদের পক্ষ থেকে সূচনায় ছিলেন সোনিয়া গান্ধী। বহুদিন পর তাঁকে সংসদে বক্তব্য রাখতে দেখা যায়। তিনি প্রথমেই জানান, তাঁর জীবনসঙ্গী রাজীব গান্ধীই এই বিল এনেছিলেন। বিল পেশ হওয়ার পর থেকেই মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে 'আমরা-ওরা' চলছে কেন্দ্র ও বিরোধীদের মধ্যে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছিলেন, 'সংসদে নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হওয়ায় ভারতের মহিলাদের স্বশক্তিকরণ এবং তাঁদের আরও সক্রিয় প্রতিনিধিত্বের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। এটা কেবলমাত্র একটি আইন প্রণয়নই নয়, আমাদের রাষ্ট্র গঠন করেছেন যাঁরা সে সব অগণিত নারীশক্তির প্রতি এক সম্মান। তাঁদের সহনশীলতা এবং অবদানে ভারত সমৃদ্ধ হয়েছে। আজ এই আনন্দ উদযাপনের মুহূর্তে আমরা রাষ্ট্রের সমস্ত মহিলার অদম্য মানসিকতা, সাহস এবং শক্তির কথা স্মরণ করছি। তাঁদের কণ্ঠস্বর যাতে আরও জোরালো এবং সক্রিয়ভাবে ধ্বনিত হয় সেই অঙ্গীকার রূপায়ণে এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।'

মুখে প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন, তাঁর দল কিন্তু মহিলা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে মোটেই আশাব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেননি। সূত্রের খবর, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন আসনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা বাড়ানোর রণকৌশল নিচ্ছে বিজেপি দিল্লিতে সাতটি আসনের মধ্যে তিনটিতে মহিলা প্রার্থী দেওয়ার কথা ভাবছেন নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ-জেপি নাড্ডারা মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মতো রাজ্যেও দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনকে কেন্দ্র করে গেরুয়া শিবির যে নতুন কম্বিনেশনের কথা ভাবছে, তার আভাস মিলেছে বেশ কিছুদিন আগেই।

এই মুহূর্তে দিল্লি থেকে বিজেপির মহিলা সাংসদ একজনই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি তবে ২০২৪-এর ভোটে যে মহিলা মুখের সংখ্যা বাড়ছেই, তা একরকম নিশ্চিত। বিরোধী শিবির যখন মহিলা সংরক্ষণ বিল ইস্যুতে বিজেপিকে কোণঠাসা করার পরিকল্পনা করছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মতো রাজ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ভোটের আগে যে অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা করা হয়েছে গেরুয়া শিবিরের তরফে, তার ভিত্তিতে উপযুক্ত মহিলা মুখের খোঁজও শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে এ বছরের শেষে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিসগড় ও তেলঙ্গানার মতো চারটি বড় রাজ্যে দলের ফল দেখে এই রণকৌশল চূড়ান্ত হতে পারে।

ভারতে জাতীয় পর্যায়ে নারীদের প্রথম ভোটাধিকার দেওয়া হয় ১৯২১ (বোম্বে এবং মাদ্রাজ) এবং ১৯২৯ (রাজ্য সহ সমস্ত প্রদেশ)। কিন্তু তার পর ৯৫ বছরে আইনসভায় মহিলা প্রতিনিধিদের সম্মিলিত স্বর সেভাবে দৃঢ় করা যায়নি। ২০১৮ সালে কর্নাটকের বিধানসভা ভোটে 'সখী বুথ' নামে মহিলা পরিচালিত বুথ করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেখানে বুথকে 'পিঙ্ক' বা গোলাপি রঙের বেলুন দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফটকেও ছিল ওই রঙের ব্যবহার। এমনকি, কর্মীদের পোশাকও গোলাপি রঙের ছিল। কোথাও কোথাও বুথের দেওয়ালেও ওই রং করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, মিজোরাম, রাজস্থান এবং তেলঙ্গানা বিধানসভা ভোটে কয়েক হাজার 'পিঙ্ক বুথ' তৈরি করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এদেশে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ও কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয়নি।

ইতিহাস বলছে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার যখন এই বিল পাশের উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি-র মতো দলগুলিই তার বিরোধিতা করেছিল। ঘটনাচক্রে এই দলগুলিই এখন আবার ইন্ডিয়া জোটের শরিকও। এদিকে, বিলটি পেশের পরে মোদি প্রত্যাশিতভাবেই এর কৃতিত্ব তাঁদের সরকারের বলে দাবি করেন। তাঁর কথায়, 'মহিলা সংরক্ষণ বিল আগেও পেশ করা হয়েছে। অটলজি এর আগে বহুবার মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যা না থাকায় বারবারই আটকে গিয়েছিলেন। ভগবান হয়তো এটা করার জন্য আমায় বেছে নিয়েছেন। মা-বোনেদের আশ্বস্ত করছি। এই বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য আমরা সংকল্পবদ্ধ।'

সদ্য হয়ে যাওয়া পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও কংগ্রেস যত মহিলা প্রার্থী দিয়েছে, শতাংশের হিসাবে তা ১২ শতাংশেরও কম। পাঁচ রাজ্যে মহিলা প্রার্থীদের হিসাবটা একটু দেখে নেওয়া যাক। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, মিজোরাম এই পাঁচ রাজ্যে ভোট। মোট আসন ৬৭৯টি। তার মধ্যে বিজেপি ৬৪৩জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। আর কংগ্রেস ৬৬৬জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। তার মধ্যে বিজেপির টিকিটে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৮০জন। আর কংগ্রেস ৭৪জন মহিলা প্রার্থীকে এই পাঁচ রাজ্যে ভোটে লড়ার সুযোগ দেয়।

এবার রাজ্যভিত্তিক দুই দলের মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যাটা জেনে নিন। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় আসন সংখ্যা ২৩০জন। ১৭ নভেম্বর এখানে ভোট হয়। বিজেপি ২৮জন মহিলা প্রার্থী দেয়। কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০জন। ২০১৮ সালে সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ২৪ ও ২৭ জন। রাজস্থান বিধানসভায় মোট আসন ২০০টি। ২৫ নভেম্বর এখানে ভোট হয়। বিজেপির মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২০ ও কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ২৮জন। ২০১৮ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ২৩ ও ২৭জন।

ছত্তিশগড় দু দফায় ভোট হয়। মোট আসন ৯০টি। বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়েন ১৪ জন মহিলা প্রার্থী আর কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে লড়েন ৩জন মহিলা প্রার্থী। মিজোরামের মোট আসন ৪০টি। কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২জন আর বিজেপির মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৪জন।

ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা; এই চার রাজ্যে মোট প্রার্থী ছিলেন যথাক্রমে ১৫৫, ১৮৩, ২৫৩ ও ২২১। ভোটের ফলপ্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, ২০১৮-র বিধানসভা ভোটের তুলনায় সদ্য প্রকাশিত ফলাফলের নিরিখে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা বেশি মহিলা বিধায়ক হয়েছেন। কমেছে রাজস্থানে। চার রাজ্যেই মহিলা বিধায়কের শতাংশ ৩৩-এর ঢের কম।

এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের অবস্থা যে কোনও দলের তুলনায় অনেক ভাল। গত ২০ সেপ্টেম্বর লোকসভায় বিল পাশের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মহিলা সংরক্ষণের মা' বলে চিহ্নিত করে কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেন, ''লোকসভায় তৃণমূলের মহিলা সাংসদের সংখ্যা ৯। অর্থাৎ আমাদের ৪০ শতাংশ সাংসদ মহিলা। বিজেপির মহিলা সাংসদের সংখ্যা মাত্র ১৩ শতাংশ।' ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ৫০ জন মহিলা প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছিল দাবি করে কাকলির মন্তব্য, ''আমাদের দলের টিকিটে জিতে ৩৪ জন মহিলা প্রার্থী বিধায়ক হয়েছেন। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মন্ত্রিসভায় আট জন মহিলাকে স্থান দিয়েছেন। বিজেপি ১৬টি রাজ্যে সরকার চালালেও একটিতেও মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নেই।''

কথাটিতে অত্যুক্তি নেই। অন্তত এদিক থেকে বিজেপিকে ১০ গোল দিয়ে রেখেছে তৃণমূল।

ঋণ: হিন্দুস্থান টাইমস বাংলা (৯-১১-২৩), এই সময় (১৬-১০-২৩)

প্রাসাদ নগরী কলকাতার পরতে পরতে "আজ দারুণ মর্ম ব্যথা"

সত্যব্রত কবিরাজ

কলকাতা মহানগরীর নিজস্বতা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতির শহর, প্রাসাদের শহর, আড্ডার শহর, মানবিকতার শহর, শিক্ষার শহর, চিকিৎসার শহর, আনন্দের শহর ইত্যাদি অভিধাগুলি আর কলকাতা শহরের জন্য ব্যবহার করা যায় না। একদা দেশের প্রাক্তন এক প্রধানমন্ত্রী কলকাতাকে বস্তি শহর বা হকারের শহর হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। কলকাতার প্রধান রাজপথগুলি দখল করে যেভাবে হকাররা তাদের স্থায়ী ছাউনি গড়ে তুলেছে তাতে আর এটাকে শহর বলা চলে না, প্রথম সারির শহর বলা তো দূর অস্ত। কলকাতা সবটাই যেন এক বাজার। স্থায়ী দোকানগুলির বা ঐতিহ্যপূর্ণ বিপণনগুলির মুখ ঢেকেছে এই সব হকারদের ছাউনিতে। এমনকী কলকাতার প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গি এলাকায় একটি ঐহিত্যপূর্ণ হোটেলের গাড়ি বারান্দা দখল করে হকার বসে গিয়েছে। এখন বহু পুরানো হোটেলটির অস্তিতই বিপন্ন। হোটেলটি আছে কিনা তাই বোঝা যায় না। হোটেল মালিক মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার , পুর কমিশনার সকলকে এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেও কোনও সুরাহা পাওয়া দূরে থাক সৌজন্যবশত একটা সদুত্তর ও পাননি। রাজ্যের প্রধান এবং রাজধানী শহরের এমন অবনমন দেখেও কোনও সংবাদমাধ্যম সরকার বা পুরকর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশে সাহস দেখাতে পারে না। কারণ শাসক দল এটা পছন্দ করে না। বেকাররা তবে খাবে কি করে? এটাই নাকি সরকারের কাছে বড় সমস্যা। তাই ফুটপাথ দখল করে, শহর নেংরা করে তার ঐতিহ্য এবং অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও নাকি সরকারের কিছুই করার নেই। নিয়ম ভেঙে শহরটার অস্তিত্ব সংকট ত্বরান্বিত করাতেও রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলিরও কিছু এসে যায় না। কারণ বাংলার রাজনৈতিক দলগুলি কলকাতা শহরটাকে তাদের নিজেদের শহর বলেই মনে করে না। কোনও রাজনৈতিক দল কলকাতার মূল সমস্যগুলিকে নিয়ে কখনও সরব হওয়া দূরে থাক কোথাও এবিষয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু করতেও ভয় পায়। অথচ এখানে লাখ লাখ মানুষ তাদের রুটি রুজি করে জীবন অতিবাহিত করছে। একদা দেশের রাজধানী শহর কলকাতা যে ক্রমেই তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে সেটা কারও কাছেই মাথা ব্যথার কারণ হতে দেখা যাচ্ছে না। কেননা শহরটাকে শুধু ব্যবহার করা যায়, তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কারও সময় বা ফুরসত নেই। শহরের চিকিৎসা,শিক্ষা,সংস্কৃতি সবই তো বিপন্ন। কিন্তু সরকারের পর সরকার বদল হচ্ছে তবুও শহরের শ্রীবৃদ্ধির দিকে কারও নজর নেই। উপরন্তু শহরের পুরানো বাসিন্দাদের ক্রমেই শহর ছাড়তে হচ্ছে স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে। শহরের আদিবাসিন্দাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করেই কলকাতার মেয়র চলতি বর্ষের ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ঘোষণা করে দেন জরাজীর্ণ গৃহের ভাড়াটিয়াদের সুরক্ষায় তাদের শংসাপত্র দেবে। পুরসভার মেয়র একথা ঘোষণা করে দিলেন, অথচ যেসকল কাউন্সিলর স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত তাদের মধ্যে আদিবাসিন্দা নিশ্চয়ই রয়েছেন, তারাও এর কোনও প্রতিবাদ করলেন না, দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং নিজেদের দলভক্ত হিসেবে সুরক্ষিত করতে। শোনা যায় ডেপুটি মেয়র নাকি কলকাতার শহর নিয়ে নানা গর্বকরার মতো কর্মসূচি নিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁকেও কলকাতা শহরের আদি বাসিন্দাদের সম্পত্তি রক্ষায় মেয়রের ঘোষণার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করতে দেখা গেল না। তবে কি তিনি বা তাঁর পূর্ব পুরুষগণ কলকাতার আদি বাসিন্দা নন? এখন মেয়র যে ভাড়াটিয়া, জবরদখলকারী বা উপ ভাড়াটিয়াদের শংসাপত্র দিয়ে সুরক্ষিত করার ঘোষণা করলেন তা একদিকে সম্পূর্ণ বেআইনি এবং সম্পূর্ণত শহর ধ্বংসকারী এক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জরাজীর্ণ বাড়িগুলির এমন অবস্থা হওয়ার পিছনে রয়েছে আর্থিক সমস্যা। শহরের পুরানো এলাকায় অধিকাংশ বাড়িগুলিতে ভাড়াটিয়া থাকেন না, মূল ভাড়াটিয়াদের পরবর্তী প্রজন্ম বা তথাকথিত আত্মীয়রা বাস করে নামমাত্র ভাড়ায় বা কোনও ভাড়া না দিয়ে। ধরা যাক পুরানো বাড়ির যে ক'টি ঘর নিয়ে পুরানো ভাড়াটিয়ার পরবর্তী প্রজন্ম বাস করছেন তার ভাড়া বর্তমান সময়ে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা। কিন্তু তার পরিবর্তে কোনও পয়সা না দিয়েই তারা বাস করছেন। ফলে বাড়ির মালিকের পক্ষে বাড়ি মেরামতির কোনও উপায় নেই। এর উপর রয়েছে আইনি জটিলতা। তবু ১৯৫৬ সালের ভাড়াটিয়া আইনের সংশোধন করে ১৯৯৭ সালে যে আইন চালু করা হয়েছে তাতে কিছুটা হলেও পুরানো বাড়িওয়ালাদের সুবিধা হয়েছে। বাড়ির মালিকের অনুমতি ব্যতীতই ভাড়াটিয়া তার আত্মীয় সাজিয়ে একজনকে বসিয়ে দিয়েছে, এমন ঘটনা রয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাকেও কিছু বলতে গেলে বাড়ির মালিককে আদালতে যেতে হবে। পুলিশও তাই বলবে, কারণ শাসকদলের প্রতিনিধিরা চাইবেন না তাদের ভোটার নষ্ট হোক। পুরানো কলকাতায় এমন জবরদখলকারী বাসিন্দার সংখ্যাই বেশি। অথচ পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেবে না শাসক দলের বারণ থাকার ফলে। উল্টে বাড়িওয়ালাকেই হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। জবরদখকারীদের অভিযোগে পুলিশ বাড়িওয়ালার সুরক্ষারক্ষায় কোনও গেট বসাতে দিতেও নারাজ। এজন্য বহু পুরানো বাসিন্দা তাদের ভদ্রাসন প্রায় নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ বাড়িওয়ালা যে তার জরাজীর্ণ বাড়িটি প্রমোটারদের দিয়ে পুনর্নির্মাণ করিয়ে নতুন করে ভাড়াটিয়া বসিয়ে আয়ের মাধ্যমে দিন গুজরান করবেন এবং বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করবেন তাও করতে পারছেন না। পুরসভার বর্তমান নিয়ন্ত্রকরাই জবরদখলকারীদের সুরক্ষায় শংসাপত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিচ্ছে। কিন্তু কলকাতা শহরের মেয়র বা রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা সরকার এমন ঘোষণা করতে পারেন কিনা সেটা একবারও ভেবে দেখলেন না। সংবিধানের নির্দেশ মতো কাজ করার শপথ নিয়েও তাঁরা এমন ঘোষণা করেন কি করে সেটা ভেবে দেখা জরুরি। নাকি ক্ষমতা দখলের পর আর সংবিধানের নির্দেশ মতো কাজ করার কোনও দরকার নেই? আর কথায় কথায় আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ক্ষমতা তো সকলের থাকে না। দেশের সংবিধান মোতাবেক কোনও সম্পত্তির মালিক হিসেবে বাড়িওয়ালাই কেবল কোনও চুক্তির মাধ্যমে ভাড়াটিয়াকে বৈধ হিসেবে গণ্য করার অধিকারী। একথা কি করে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত সরকার বা পুরপরিচালকরা ভুলে মেরে দেন সেটা বোঝা শক্ত বা বলা ভাল পশ্চিমবঙ্গেই এমন হওয়া সম্ভব। কারণ দেশের অন্য কোনও অংশে এমন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেআইনি নির্মাণ বা কাজ হয় না। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও হাওড়া এবং অন্যত্র বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে টালবাহানার ঘটনা ঘটেছে। এতে কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতিই উষ্মা প্রকাশ করেছেন। কলকাতার শ্রী ফেরাতে তার আদি বাসিন্দাদের সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। কারণ তারাই শহরটাকে তাদের নিজেদের বলে মনে করেন। অন্যথায় বাংলার রাজধানী কলকাতা অচিরেই বাঙালি শূন্য সংস্কৃতি শূন্য, শিক্ষা শূন্য, চিকিৎসা শূন্য, মানবিকতা শূন্য -এক আজব নগরীতে পরিণত হবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুষ্কৃতী নিয়ে পুর ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে হামলার অভিযোগ প্রোমোটারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গায়ের জোরে প্ল্যান পাশ করানোর দাবিতে পুরসভায় ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে চড়াও হওয়ার অভিযোগ এক প্রোমোটারের বিরুদ্ধে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের হিরাপুর থানার অন্তর্গত গুরুনানক পল্লিতে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে হিরাপুর থানায় প্রোমোটার ও তাঁর সঙ্গে থাকা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে হিরাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগকারী ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ অধিকারীর দাবি, বেশ কয়েকদিন ধরে আসানসোলের ঊষাগ্রামে নির্মীয়মাণ একটি বহুতলের প্ল্যান পাশ করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন আসানসোল উত্তর থানার আরাডাঙার বাসিন্দা আশিস প্যাটেল নামে এক প্রোমোটার। নির্মীয়মাণ বহুতলটির প্ল্যান না থাকায় পুরসভার পক্ষ থেকে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পুরসভার নিয়ম অনুযায়ী জরিমানাও করা হয়। প্রোমোটারকে প্রয়োজনীয় কাগজ ও কর্পোরেশনের প্রাপ্য মিটিয়ে না দিলে প্ল্যান পাশ করা সম্ভব নয় বলায় ওই প্রোমোটার রবিবার রাত্রে ৫০- ৬০ জন দুষ্কৃতী নিয়ে চড়াও হন তাঁর বাড়িতে। তিনি তখন বাড়িতে না থাকায় তাঁর স্ত্রী মৌমিতা অধিকারীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, এই ধরনের ঘটনা কখনওই বরদাস্ত করা হবে না। এই ঘটনার জন্য পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূল নেতা ভি শিবদাসন দাশুর দাবি, প্রোমোটার রাজ ও গুণ্ডামি কোনও মতেই সহ্য করা হবে না। পুরসভা তাদের মতো কাজ করবে, তাতে বাধা এলে পুলিশ আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নেবে। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা এক টুইট বার্তায় লেখেন, পুর নিগমের মেয়র তাঁর কর্মচারী ও আধিকারিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তিনি পুরবাসীদের নিরাপত্তা দেবেন কী ভাবে। অভিযুক্ত প্রোমোটারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, যোগাযোগ করা যায়নি।

ভোট ব্যাংক বাড়াতেই অনুপ্রবেশ বাড়ছে বাংলায়!

বিরোধীদের অভিযোগ ওড়াল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগে অনুপ্রবেশকারী এক বাংলাদেশি-সহ চার দালাল চক্রের পাণ্ডা গ্রেপ্তার হয়েছে। এই ঘটনায় ধৃত বাংলাদেশি যুবকের স্ত্রীকে পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। অবশেষে সেই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম হলো পলাশ গোস্বামী বাংলাদেশি (২৬), সৈয়দ মণ্ডল (৫৫), আলিম মণ্ডল (৩২),আলামিন সর্দার (২১), জাহিদুল সর্দার (২৯)।

এ নিয়েই শুরু রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীদের অভিযোগ সামনেই লোকসভা ভোট। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়ে তৃণমূল ভোট ব্যাংক বাড়ানোর চেষ্টা করছে ভোট বৈতরণী পার হতে। কিন্তু বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না। তবে শাসক দল বিরোধীদের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের পাল্টা বক্তব্য, আন্তর্জাতিক সীমান্ত সেনাবাহিনীর আওতায় দেখে। সেনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। সীমান্ত কে পার হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখা, সুরক্ষার দায়িত্ব তো সেনার।

তাহলে রাজ্য সরকার বা শাসক দল কী করবে? তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি ষড়যন্ত্র করে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তৃণমূলের নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজের সন্ধানে স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন পলাশ গোস্বামী নামে বাংলাদেশি যুবক। দালাল চক্রের পাল্লায় পড়েন তিনি।

সীমান্তের এপারে আসার পর যুবককে অজানা জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। দালাল চক্র স্ত্রীকে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। ওই যুবক পথ হারিয়ে আরামবাগে এসে পৌঁছন। রবিবার রাতে শহরের গৌরহাটী মোড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেয়। যুবকের পরিচয় প্রকাশ পেতেই শোরগোল পড়ে যায়। এই যুবকের বাড়ি বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায়। অরক্ষিত সীমান্ত নদীপথ দিয়ে দু'দিন আগে সে ভারতে প্রবেশ করেন। দালালদের নির্দেশ মতো স্ত্রীকে নিয়ে একটি বাড়িতে উঠেছিলেন। সেখানে থেকে ট্রেনে চাপিয়ে তাঁকে হুগলি জেলার শেওড়াফুলি স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। যুবকের সঙ্গে থাকা ব্যক্তি সেই স্টেশন থেকে উধাও হয়ে যান। এরপর তিনি সেভাবে কিছু বুঝতে না পেরে ট্রেনে চেপে আরামবাগে চলে আসেন। আরামবাগ থানার পুলিশ তদন্তে নেমে বারাসতের দত্তপুকুর এলাকা থেকে মানব পাচার চক্রটিকে ধরে ফেলে। আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি উপসক দে বলেন, যে কোনও ভোটের আগে তৃণমূল বাংলাদেশ থেকে লোক এনে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড বানিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক বাড়ায়। এই সব অনুবেশ ঘটিয়ে ভারতের সার্বভৌম নষ্ট করছে। ভারতীয়রা কাজ পাচ্ছে না। মানব পাচারের দালাল চক্রকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তৃণমূল। এই নিয়ে আরও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্য দিকে সিপিএম নেতা পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের আসা নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও হয়েছে। তবে তৃণমূলের আমলে বেড়েছে। সীমান্তে যারা পাহারা দিচ্ছে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে সেই তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আরামবাগ তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, 'তৃণমূল এই সব করে না। বিজেপি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতার জন্যই অনুপ্রবেশ ঘটছে। বর্ডারে বিএসএফ পাহারা দিচ্ছে। যা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা বিএসএফকে অনুরোধ করবো এসব অনুপ্রবেশকারীদের কড়া হাতে দমন করতে।'

সবুজসাথীর সাইকেলেই দেশ ভ্রমণ যুবকের

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: কোনও রেসিং সাইকেল চালিয়ে নয়, রাজ্য সরকারের সবুজসাথী সাইকেলে সমগ্র ভারত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'-এর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পাড়ি দিয়েছেন বাঁকুড়ার বিপ্লব সিং নামে এক যুবক। ২৪ বছরের সেই যুবক বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ ব্লক এলাকার বাসিন্দা।

এর আগেও তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়েই কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিয়েছিলেন। এবারে তিনি সমগ্র ভারত ভ্রমণের লক্ষ্যে বেরিয়েছেন। সোমবার ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে পুরুলিয়ায় পৌঁছেছেন বিপ্লব। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানা এলাকার চড়িদা গ্রামে বিপ্লব পৌঁছলে তাঁকে ঘিরে বেশ উন্মাদনা দেখা যায়।

ওই যুবক সকলকে তাঁর মূল উদ্দেশ্য শোনান এবং সচেতনতার বার্তা দেন। ধূমপান, মদ্যপান করে মোটর বাইক চালাবেন না। অবশ্যই হেলমেট পড়ে রাস্তায় বাইক চালান সহ বিভিন্ন ভাবে পথ নিরাপত্তার কথা বলেন তিনি। বিপ্লব সিংয়ের দাবি, 'খুব দরিদ্র পরিবারের সন্তান আমি। টাকার অভাবে পড়াশোনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারিনি। বর্তমানে কোনও কোনও দিন মজুরি কাজ করে থাকি। তবে ছোট থেকে স্বপ্ন ছিল সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করার। ভারত ভ্রমণের জন্য একটা উদ্দেশ্য মাথায় আসে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ বার্তা পৌঁছানার। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এখন সমগ্র ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছি।' বাড়ি থেকে নিয়ে বেরনো পকেটে পাঁচশো টাকা আর রাজ্য সরকারের সবুজসাথী সাইকেল এখ ন ভরসা। অনেকেই সাক্ষাৎ করার সময় আর্থিক সাহায্যও করছেন এবং প্রশাসনের কর্তাদের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে বলে জানান তিনি।

আলু ব্যবসায়ীদের কর্মবিরতি স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া : আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল। রাজ্যের হিমঘরগুলিতে ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলু রাখার জন্য অতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে। রাজ্যজুড়ে আলু ব্যবসায়ীদের তরফে কর্মবিরতির পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, কৃষি বিপণন মন্ত্রী তাঁদের কথা দিয়েছেন আগামী শুক্রবারে তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন এবং সমস্যার সমাধান করবেন। যে কারণেই মঙ্গলবার তড়িঘড়ি পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী কমিটির পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিক একটি বৈঠক ডাকা হয় জয়পুরের একটি বেসরকারি রিসোর্টে। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আগামিকাল অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর তাঁদের যে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল, তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামীতে মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তাঁদের সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা পুনরায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমরা সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি **মেসার্স ছত্রপতি সেলস এজেন্সি প্রা লি,** নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল এর নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং **বি.০৫.০৫১৮৬** এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মূল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলিও উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে।

ছত্রপতি সেলস এজেন্সি প্রা লি এর পক্ষে
৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ৭ম তল,
কলকাতা- ৭০০০০১

স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ০৫.১২.২০২৩ ডিরেক্টর

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমরা সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি **মেসার্স রিশব ট্রেড অ্যান্ড ফিনান্স প্রা লি,** নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল এর নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং **বি.০৫.০৫৬৭৯** হারিয়ে গিয়েছে। মূল সার্টিফিকেট কোনও ব্যক্তি পেয়ে থাকলে কোম্পানির নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, এবং কোনওভাবেই কোনও অসদ্ব্যক্তি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অপব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কিত করা হচ্ছে।

রিশব ট্রেড অ্যান্ড ফিনান্স প্রা লি এর পক্ষে
৮,ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১

স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ০৫.১২.২০২৩ ডিরেক্টর

দেড় কোটি টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আগেই প্রায় দেড় কোটি টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল বনগাঁ পুলিশ। বনগাঁ থানার রামচন্দ্রপুর নেতাজি নগর এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি সন্দেহজনক ট্রাক তল্লাশি করে প্রায় দেড় কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার হল। ট্রাকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ট্রাকের চালককে এবং গাঁজাগুলি কার তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাচারের উদ্দেশ্যে গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে দাবি পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাড়ে বারো কুইন্ট্যাল গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বর্তমান দাম প্রায় দেড় কোটি টাকা। ট্রাকটি রাস্তার পাশে রেখে দুষ্কৃতীরা পাচারের অপেক্ষায় ছিল। তার আগেই ট্রাকটিকে আটক করে পুলিশ। উদ্ধার হয় গাঁজা। বনগাঁ থানার পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে ট্রাক চালক সহ এই পাচার চক্রের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের।

সংশোধনী-ফর্ম বি (সাধারণ ঘোষণা)
নমন ইস্পাৎ প্রাইভেট লিমিটেড

''ফর্ম বি'', সাধারণ ঘোষণা-নমন ইস্পাৎ প্রা লি-দেউলিয়াগ্রস্ত প্রক্রিয়াধীন, এর ০১.১২.২০২৩ সংস্করণে প্রকাশিত ক্রম নং ১০ উল্লেখিত লিকুইডেটরের সঙ্গে ই-মেল যোগাযোগের জন্য পড়তে হবে ''**cirp.naman@gmail.com**'' পরিবর্তে Raghav.cirp. 2022 @gmail.com। অন্যান্য বিস্তারিত বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

SBFC

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯। টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ www.SBFC.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

এটি জনসাধারণকে জানানোর জন্য যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড দ্বারা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ সকাল ১০:৩০ টায় শাখার ঠিকানার নীচে বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম করা হবে। নিলাম করা সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত যারা তাদের বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ঋণগ্রহীতাদের জন্য আমাদের নিলামের নোটিশ যথাযথভাবে জারি করা হয়েছে। নিলাম করা সোনার অলঙ্কারগুলি শাখার বিবরণ সহ নীচে উল্লিখিত আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের সমস্ত লিঙ্ক করা অ্যাকাউন্ট এবং আইডির অন্তর্গত।

বারাসত শাখার ঠিকানা: চম্পাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, বারাসত– ০০১২৪ - [illegible]
দুর্গাপুর শাখার ঠিকানা : সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ [illegible] **গড়িয়া শাখার ঠিকানা : ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, ২য় তল, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ,** [illegible]
কলকাতা শাখার ঠিকানা : স্টিফেন হাউজ, ইউনিট নং ৬ই, আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ [illegible] **শিলিগুড়ি শাখার ঠিকানা: সিটি প্লাজা বিল্ডিং, ২য় তল,পায়েল সিনেমা হলের বিপরীতে, সেভক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং-৭৩৪০০১** [illegible]

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : 15 তল, পিএস সৃজন টেক পার্ক
প্লট নং 52, ব্লক ডিএন, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি
কোলকাতা 700 091, জেলা 24-পরগণা উত্তর।
CIN নং : U65910WB1993FLC060810
শাখা কার্যালয় : কোলকাতা

L&T Finance

দাবিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 13(2)-এর (এরমধ্যে পরে অ্যাক্ট হিসাবে উল্লেখিত) ধারাধীনে

আপনার লোন অ্যাকাউন্টের সুদ ও মূলধন কিস্তিসমূহ পেমেন্ট করতে আপনি বিফল হয়েছেন এবং বিবৃত বকেয়া অর্থরাশি মেটাতে ব্যর্থ হয়েছেন ও অবহেলা করেছেন বলে, রেজিস্টার্ড পোষ্ট অ্যাকনলেজ ডিউ মাধ্যমে আপনাদের সকলকে (ঋণগ্রহীতাবৃগণ, সহ-ঋণগ্রহীতাবৃগণ এবং জামিনদারবৃগণ) অ্যাক্টের 13(2) ধারাধীনে আমরা দাবিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করছি। ফলস্বরূপ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা সম্পদ শ্রেণীগতকরণের সঙ্গে জড়িত নির্দেশ অনুসারে হিসাববইয়ে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (NPA) হিসাবে লোন অ্যাকাউন্ট শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে ফেরৎ এসেছে আর তাই এখন অ্যাক্টের 13(2) ধারাধীনে আপনাদের সকলকে এই বিজ্ঞপ্তি আমরা জারি করছি এবং এতদ্বারা এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের কাছে (পূর্বে এল অ্যাণ্ড টি হাউসিং ফিন্যান্স হিসাবে পরিচিত, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেডের ('LTF') সঙ্গে 12ই এপ্রিল, 2021 থেকে কার্যকরী রূপে যুক্ত হয়েছে) নিম্নে সংযোজিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থরাশি পেমেন্ট বা প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত দাবিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে তদতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে এই সংবাদপত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে 60 দিন সময়কালের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায় সম্পাদন না করার ক্ষেত্রে, আমরা অ্যাক্টের 13(4) ধারা বা 14 ধারাধীনে প্রদত্ত সকল বা যেকোন একটা অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো। ''এটা অ্যাক্ট এবংবা সময়-সময়ে বলবৎ থাকা অন্য যেকোন আইনাধীনে আমাদের কাছে পাওয়া যাওয়া যেকোন অধিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই।''

লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	ঋণগ্রহীতাবৃগণ, সহ-ঋণগ্রহীতাবৃগণের নাম	দাবিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ / গঙ্ক তারিখ / বকেয়া অর্থরাশি: NPA তারিখ	বকেয়া অর্থরাশি (টাঃ) এপর্যন্ত	স্থাবর সম্পত্তির (বন্ধকী) বিবরণ
KOLHL18000515	1. রিক্রিয়েশন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড ওয়ার্ল্ড (ইহার ডাইরেক্টর হেমন্ত সিকারিয়া মাধ্যমে) 2. হেমন্ত সিকারিয়া 3. সুচি সিকারিয়া	দাবিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 10/11/2023 NPA তারিখ : 04/09/2023	08/11/2023 তারিখের হিসাবে টাঃ 25,18,821.59/- (পঁচিশ লাখ আঠারো হাজার আটশো একুশ টাকা এবং উনষাট পয়সা)	অনুসূচি-I সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : প্রায় 3 কাঠা 3 ছটাক এবং 405 বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত প্রায় 405 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ আয়তন পরিমাপের পঞ্চম তলায় ফ্ল্যাট নং 505, যেটা কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চৌহদ্দির মধ্যে মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 17এ, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট (পূর্বতন মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 17, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটের অংশ গড়ছে), কোলকাতা-700 007, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 22, পোস্তা থানার (পূর্বতন বড়বাজার) অধীনে অন্তর্গত। কথিত পরিসরের জমিতে আনুপাতিক এবং নিরপেক্ষ অংশভাগ এবং কথিত ইমারত ও পরিসরের সর্বজনীন আয়তন তথা সুবিধাদি ব্যবহারকারীর সর্বজনীন অধিকার সহ একত্রে নিম্নরূপে নিশানাকৃত এবং আবদ্ধ হলো :

সীমানা		
	পূর্বে	16 ফুট চওড়া রাস্তা/রতন সরকার ষ্ট্রীট দিয়ে
	দক্ষিণে	গ্রাউণ্ড+1 তলাবিশিষ্ট ইমারত/পরিসর নং 24/1, মহর্ষী দেবেন্দ্র রোডের প্যাসেজ এবং ড্রেনেজ দিয়ে
	পশ্চিমে	গ্রাউণ্ড+1 তলাবিশিষ্ট ইমারত/পরিসর নং 2, মহর্ষী দেবেন্দ্র রোডের প্যাসেজ দিয়ে
	উত্তরে	মন্দির/কথিত পরিসর নং 17, রতন সরকার ষ্ট্রীটের অবশিষ্ট অংশ হওয়া লট-ঐকত্র (দেবত্র অংশ)।

তারিখ : 06.12.2023
স্থান : কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড'র পক্ষে

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি, হাওড়া
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল আইডি : sbi.10263@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রীমতি তন্দ্রিতা বিশ্বাস, ইমেল আইডি : sbi.10263@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৬২৮৫৩২

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ (গণ) অবগত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনদত্ত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রকৃত দখল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং **'যেখানে যেমন আছে এবং যেখানে যা আছে ভিত্তিতে''** ০৯.০১.২০২৪ **তারিখে বিক্রি করা হবে** নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৯.০১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা	ক) বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহ বিক্রির মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের নোটিশ	সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (যার কমে সম্পত্তি বিক্রি হবে না) / ইএমডি (১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্যে) / বর্ধিতকরণ মূল্য	ই-নিলামের তারিখ এবং সময় / অংশগ্রহণের অনুরোধ পত্র/কেওয়াইসি নথি/ ইএমডি ইত্যাদি প্রমাণপত্র দাখিলের তারিখ এবং সময়
১	**ক) শ্রী সুদীপ বিশ্বাস** পিতা প্রয়াত দিলীপ কুমার বিশ্বাস, ফ্ল্যাট নং ''১এ'', দ্বিতীয় তল, ২৪৬/১ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া-৭১১১০১	**ক) বকেয়া পরিমাণ : ১১,** ৩৩,৫৫৩.৮৭ টাকা (এগারো লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশো তিপান্ন টাকা এবং সাতাশি পয়সা) **খ) দাবি নোটিশের তারিখ : ০১.০৮.২০১৬** **গ) দখল নোটিশের তারিখ : ১৪.০২.২০১৯**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, দ্বিতীয় তল, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৬৭০ বর্গফুট কমবেশি ১৭ শতাংশ সামগ্রিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ২৪৬, নেতাজি সুভাষ রোড,থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া,পূর্বতন ৭৮২,সার্কুলার রোড,দাগ নং ৮৩, ১৮৪, ১৮৫, খতিয়ান নং ৭৫, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২৫, এডিএসআর হাওড়া এবং ডিএসআর হাওড়া অধিক্ষেত্রাধীন। **সম্পত্তি শ্রী সুদীপ বিশ্বাস এর নামে।** **উল্লেখ্য দলিল নং ০৫৭৪৯-২০০৯ সালের।** **(দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত)**	১৪,৫৪,০০০.০০ টাকা ১,৪৫,৪০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা	**০৯.০১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের** অসীমায়িত **সম্প্রসারণ সহ** **০৮.০১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি

১. ইচ্ছুক ক্রেতা / দরদাতাকে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ইএমডি এর পরিমাণ (রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশের সমতুল্য) জমা দিতে হবে ''**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া**'' এর পক্ষে যেকোন জাতীয় ব্যাঙ্কে ডিমান্ড ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ পত্র সহ, পরিচয়ের প্রমাণের স্ব-প্রত্যয়িত কপি (কেওয়াইসি), প্যান কার্ড, বর্তমান ঠিকানার প্রমাণ, বৈধ ই-মেইল আইডি এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি হাওড়ার** অনুমোদিত অফিসারের কাছে যোগাযোগ করতে হবে।
২. সর্বোচ্চ দরদাতা নিলামের তারিখ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিলামের পরিমাণের ২৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে; ইএমডি সমন্বয় করা হবে। নিলামের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ ডাক গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে। টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইতিমধ্যেই জমা করা পুরো টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৩. নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয় নিশ্চিতকরণের আগে যেকোনো পর্যায়ে যে কোনো সম্পত্তি বা অংশ প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে। ২৮.১২.২০২৩ থেকে ২৯.১২.২০২৩ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে) পর্যন্ত সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. নিরাপদ পাওনাদার দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে। সফল দরদাতার ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সমস্ত দরদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
৫. রেজিস্ট্রেশন, স্ট্যাম্প ডিউটি/ট্যাক্স ইত্যাদি সহ সমস্ত অ্যাটেনডেন্ট চার্জ ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
৬. এটি উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকেও একটি নোটিশ যা তাদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা হলে উপরে উল্লেখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
৭. এই প্রকাশনাটি উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে প্রয়োজনীয় পনের দিনের (১৫ দিনের) নোটিশও।
৮. ই-নিলাম 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেমন আছে তেমন' এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং 'অনলাইন' পরিচালিত হবে নিলামটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকার মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ওয়েব পোর্টালের নাম **https://sbi.auctiontigen.net** এবং হেল্প লাইন নং **৬৩৫২৬৩১৭৬৬, ৬৩৫২৬৩২০৯৮, ৯২৬৫৫৬২৮১৯, ৭৮৫৯৮০০৬২১, ৬৩৫২৬৩১৯৬৮** এবং ইমেল আইডি support@auctiontiger.net। ই-নিলামের জন্য ব্যাঙ্ক/পরিষেবা প্রদানকারীর কোনো কারণ নির্বিশেষে সাইট অ্যাক্সেসে কোনো বাধা বা বিলম্বের জন্য দরদাতাদের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৯. অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্যের জন্য, সম্পত্তি/সমূহ কোন দায়বদ্ধতা নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়-দায়িত্ব, সম্পত্তির শিরোনাম/নিলামে রাখা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া/সম্পত্তিকে প্রভাবিত করার বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের পরিচিত বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/নিরাপদ পাওনাদার কোনও ভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবে না। **[**দ্রষ্টব্য : ব্যাঙ্কের কাছে কোনো দায়-দায়িত্ব থাকলে তা জানাতে হবে।**]**
১০. বিক্রয়টি আর্থিক সম্পদের সুরক্ষাকরণ এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা স্বার্থের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তের সাপেক্ষে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : দয়া করে মনে রাখবেন যে সুরক্ষিত পাওনাদার, ব্যাঙ্ক সমস্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রক্রিয়াধীন। যদি কোন পক্ষের দ্বারা এটি না পাওয়া যায়, তাহলে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির এই প্রকাশনাটিকে পরিষেবার বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ : ০৬.১২.২০২৩, স্থান : হাওড়া — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২৭.১২.২০২৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অনন্যা **(স্বত্বাধিকারী : শ্রী পলাশ খাঁ)** সিংহের হাট, প্রেমিসেস নং ১১১৭, ওয়ার্ড নং ৯, পো- এবং থানা -চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ **২. শ্রী পলাশ খাঁ (স্বত্বাধিকারী),** পিতা শ্রী অমল খাঁ, গ্রাম- রাজবাগান,ওয়ার্ড নং ২, পো- এবং থানা -চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ **৩. খুকু রানি খাঁ (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),** স্বামী অমল খাঁ, গ্রাম- রাজবাগান,ওয়ার্ড নং ২, পো- এবং থানা -চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ **খ) সিমুরালি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা- যশরা, জেএল নং ২৪, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮, ১৩০১/১, ১৬৪/১, ১৩৩১, আরএস দাগ নং ১২৭৫, এলআরদাগ নং ৬৬৯/১৭৬৮, জমির এরিয়া ৯.০০ডেসি অবস্থিত হাল তৌজি নং ১২, পরগনা-আলমপুর,হোল্ডিং নং ১০৮৩, ওয়ার্ড নং ২, চাকদহ পুরসভা অধীন, পো এবং থানা-চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২২২, বিক্রয় দলিল নং ১৭৩৩-২০০২ সালের, বুক নং : ১, ভলুম নং ২১, পৃষ্ঠা ১৯৫ থেকে ২০০, রেজিস্ট্রিকৃত-এডিএসআর -চাকদহ, নদিয়া। **সম্পত্তি শ্রীমতি খুকু রানি খাঁ,** স্বামী অমল খাঁ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণে : সবুজ দেব এর ভবন, পূর্বে : অনন্ত ঠাকুরের ভবন, পশ্চিমে : ক্লাব এবং পুরসভা সড়ক সমন্বিত।	**২৮,৬৭,৩৫৩.৭২ টাকা** (আঠাশ লাখ সাতষট্টি হাজার তিনশো তিপান্ন টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) টাকা **০৩.১২.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৩,১০,০০০.০০ টাকা (*) (তেইশ লাখ দশ হাজার টাকা) **খ) ২,৩১,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ একত্রিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB30221610955** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	**ক) মেসার্স শেখ অ্যান্ড সাহা এন্টারপ্রাইজ,** গ্রাম এবং পো-বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৩৪। **অংশীদার(গণ) : ১. শ্রী রঘুনাথ সাহা,** পিতা সুপতি সাহা, গ্রাম এবং পো -মহুয়া, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৩৪। **২. শ্রী আবদুর রেজ্জাক শেখ,** পিতা কাদের আলি, গ্রাম এবং পো- নজরুল পোল, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৩৩। **বন্ধকদাতা : শ্রী আবদুর রেজ্জাক শেখ,** পিতা কাদের আলি, গ্রাম এবং পো- নজরুল পোল, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৩৩। জামিনদাতা(গণ) : ১. শ্রী আবদুর রেজ্জাক শেখ,পিতা কাদের আলি, গ্রাম এবং পো- নজরুল পোল, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৩৩। **২. শ্রী রঘুনাথ সাহা** পিতা সুপতি সাহা, গ্রাম এবং পো -মহুয়া, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৩৪। **৩. কামালউদ্দিন শেখ,** পিতা খেলাফত শেখ,গ্রাম এবং পো- ঝুঙ্কা দক্ষিণপাড়া, থানা-ঝুঙ্কা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পব,পিন- ৭৪২১৩৪। **৪. মহ কবীর হোসেন,** পিতা মহ সানাউল্লা, গ্রাম এবং পো- ঝুঙ্কা দক্ষিণপাড়া, থানা-ঝুঙ্কা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পব,পিন- ৭৪২১৩৪। **খ) ঝুঙ্কা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৯ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন, **আবদুর রেজ্জাক শেখ** এর নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩০৭৪ তারিখ ২৫.০২.২০০৮/০৩.০৩.২০০৮, মৌজা-রাধাবল্লভপুর, গ্রাম-সুলাপুর, তাতলাপাড়া মোড় এবং পো- সুজাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, সুজাপুর কুমারপুর জিপি অধীন, জেলা-মুর্শিদাবাদ, এলআর খতিয়ান নং ১১৪২, এলআর প্লট নং ৫২২, জেএল নং ৩৪, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নাদের আলির সম্পত্তি,দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : মাজিবুর আলির সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক সমন্বিত।	**৪৩,৯৫,৬৭৩.৩৬ টাকা** (তেতাল্লিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার ছশো তিয়াত্তর টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা **০৪.১২.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৯,২০,০০০.০০ টাকা (*) (নয় লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **খ) ৯২,০০০.০০ টাকা** (বিরানব্বই হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB30197327176** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৭.১২.২০২৩ সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''**১৮০০১০২৫০২৬**'' এবং ''**০১১-৪১১০৬১৩১**'' যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৫.১২.২০২৩, স্থান : বহরমপুর — **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 112 (2nd Call), 129 (2nd Call) to 131 (2nd Call), 163 & 164/ 23-24 Dated- 05-12-2023

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Dakshin Dinajpur, Uttar Dinajpur, Murshidabad, Jalpaiguri District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **06-12-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **15-12-2023 & 29-12-2023 before 4.00 pm** as per NIeT.

Dater: 05.12.2023 Sd/- Executive Engiueer

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY

E-bids are invited by the Chairman-J.M.M for the development work within Jaynagar Majilpur Municipality

Sl. No.	Name of the work	NIT No.
1.	Construction of masonry surface drain at Jesendra nath Deb Road from Pancoo para to Shyamsundar School through Sarkar Nursing Home in Ward-05, within Jaynagar Majilpur Municipality.	WBMAD/ULB/JOYNAGAR-M/2021-24/27/2023-24 SL 1 to 4
2.	Renovation & Improvement of Black Top Road at Sudhir Krishna Dutta Road (From J.M.Training school to Burughat via Daspara) in ward no - 08, within Jaynagar Majilpur Municipality.	
3.	Renovation & Improvement of Black Top Road of B.n. Chakraborty Sarani & Manick Banerjee Road (from Sitalamondir To Mistra's Home) In Ward No. V & XII Within Jaynagar Majilpur Municipality.	
4.	Renovation & Improvement Of Black Top Road Of Haridas Dutta Road (from Rakest More Tarande Raju Bus Turning Ghat) In Ward No. II, IV & VI Within Jaynagar Majilpur Municipality.	

Tender ID: 2023_MAD_613636_1, 2023_MAD_613633_2, 2023_MAD_613633_3, 2023_MAD_613639_4. Bid submission starting date: 06/12/2023 at 09:00 AM Bid submission closing date: 20/12/2023 at 05:30 PM. Details may be seen in the website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality

SBI
সংশোধনী

উল্লেখ্য গাড়ি নিলাম বিক্রয়ের নোটিশ যা ০৪.১২.২০২৩ তারিখের সংবাদপত্র 'একদিন' সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, ভেহিকেল বিস্তারিত, রেজিস্ট্রেশন তারিখে মুদ্রন প্রমাদে ভুল ছাপা হয়েছে, যা পড়তে হবে ২৯.১১.২০১৭, সংশ্লিষ্ট ২৯.১১.২০২৩ এর পরিবর্তে। অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no :

1) **Chak/379/Untied/23 Dated : 02.12.2023**
2) **Chak/380/Untied/23 Dated : 02.12.2023**

At different place within at CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT under B/Budge II Block, South 24 Pgs. Last date for the online receipt of Tender is 12.12.2023 at 13:00 am. and open on 14.12.2023 at 13:00 am. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Chakmanik Gram Panchayat
Chakmanik, Bawali
South 24 Parganas

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/58/2023-24 Dated 04.12.2023	Construction of Under Ground Pipe Line (pipe dia=600mm(NP3)) & Improvement of Road of Length - 550 m at Bhyankhola more to Aki Acua project via Botanica at Ward No.- 25 and 26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 62,32,167.00

Bid Submission end date: **21.12.2023 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY, RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER

Memo. No. 2044/RM Date – 05.12.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-21e/2023-24/SL1 to SL8
Tender ID : 2023_MAD_615055_1 to 8
Name of the work : Construction of Drain in different wards (8 nos) under BMS within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : 20.12.2023.

Memo. No. 2045/RM Date – 05.12.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-22e/2023-24/SL1 to SL17
Tender ID : 2023_MAD_615208_1 to 17
Name of the work : Construction of Drain in different wards (17 nos) under BMS within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : **20.12.2023.**

Memo. No. 2046/RM Date – 05.12.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-23e/2023-24/SL1 to SL26
Tender ID : 2023_MAD_614946_1 to 26
Name of the work: Construction of Road & other Development work. In different wards (26 nos) under DMA within Ranaghat Municipality. Last Date Of Submission of Bid : 20.12.2023.

Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

S/D Chairman, Ranaghat Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/36/2023-24 Dated 04.12.2023	Construction of Surface Drain & Cross Drain from H/O Shantanu Chhetri to U.M.C. at Sonargaon More in Ward No. 06 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,21,940.00
WBMAD/ULB/RSM/37/2023-24 Dated 04.12.2023	Construction of concrete floor and covered Drain at Trighana Vidyapith (H.S) in Ward No. 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,54,518.00
WBMAD/ULB/RSM/38/2023-24 Dated 04.12.2023	Repairing and renovation of W.B.M road at Swarnakar Para in Ward No-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,280.00
WBMAD/ULB/RSM/39/2023-24 Dated 04.12.2023	Repairing & Renovation of W.B.M road at inside compound of dumping ground in Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,80,103.00
WBMAD/ULB/RSM/40/2023-24 Dated 04.12.2023	Construction of Concrete Road with Surface Drain (A) Near Badal Mondal House and (B) H/O Gopal Mondal to H/O Mrinal Kanti Mondal & (C) RCC Slab Casting at Paschim Daspara Purbasha in Ward No. - 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,83,769.00

Bid Submission end date: **14.12.2023 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187

TENDER NOTICE
E-TENDER NO.: TN/06/AE/B-I/ 23-24, Date: 04.12.2023

For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Wbsite **www.hmc.gov.in** & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application on **16.12.2023**.

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.–57/2023-24 & Memo No.- 837, Date: 05.12.2023,** for 32 nos. scheme under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **14.12.2023** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE KHAIRAMARI GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad

ENIT No. - 08 /KHGP/15th CFC/ 2022-23 SL NO 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 Memo No: 416/ KHGP Dated : 29/11/2023 Application Starting Date- **30/11/2023 AT 4 P.M**
Last Date of Dropping- **09/12/2023 till 2.00.** Date of opening Technical bid- **11-12-2023 at 2 pm.** Probable Date of opening Financial bid- **13-12-2023 time 16.00 hours.**
For Details See- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Khairamari Grampanchayat

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-40/2023-24 & WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-41/2023-24** for **"Construction of Storm Water Drainage at different Wards within Krishnanagar Municipality".** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details Tender Id **2023_MAD_614530_1 to 2023_MAD_614530_2 & 2023_MAD_614502_1.**

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The BDO Kh-II Block, **NIeT No.- 51/Kh-II PS/Boro/2023-24, Date: 05.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_614974_1 to 2** for Const. of 2 nos. Boro Bundh. Last date of closing bids ends on **21.12.2023 up to 06:00 PM. & 50/BDO KH-II/2023-24, Date: 05.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_614930_1 to 11** for repair work. Last date of closing bids ends on **16.12.2023 up to 06:00 PM.** for 11 Nos School repair work **& 49/EO Kh-II/2023-24 (2nd Call), Date: 04.12.2023. Tender ID-2023_ZPHD_614088_1 to 2,** for 2 nos. High Mast Light. Last date of closing bids ends on **14.12.2023 up to 06:00. PM.** For detail visit **wbtenders.gov.in**

Sd/-
EO/BDO
Khanakul-II PS/Khanakul-II BDO

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
Indian Bank — ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২২.১২.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স চুড়িদার ঘরানা,** স্বত্বাধিকারী অরুণ কুমার সাহা, শ্রী অরুণ কুমার সাহা (শ্রীমতি চন্দ্রানী সাহা, স্বামী শ্রী অরুণ সাহা, সাকিন ৩১২, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা শ্রীমতি রাধিকা রঞ্জন সাহা, সাকিন ৩১২, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর, থানা - যাদবপুর, কলকাতা **শাখা :** মুকুল বোস রোড	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ অবস্থিত মৌজা- চৌহাটি,জেএল নং ৭৬, আরএস নং ২৩৪, তৌজি ৭০ এবং ৭১, খতিয়ান নং ২৭৪, আরএস খণ্ড খতিয়ান নং ৭০০ এবং ৫১২, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৩৫, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৫৭৯, ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ৩০৬, নেতাজি ব্লক, থানা- সোনারপুর, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধিক্ষেত্রে, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা সকলের ব্যবহারের চলার পথ, নিকাশি ইত্যাদি এবং পরিষেবা যেমন বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত যা শ্রীমতি চন্দ্রাণী সাহার নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৭৭২/২০১০ তারিখ ১৭.০১.২০০৮। চৌহদ্দি : উত্তরে : বিমল সাহার ভবন, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : শ্যামল চক্রবর্তীর ভবন, পশ্চিমে : রামকৃষ্ণ বাবু এবং অন্যান্যর খালি জমি সমন্বিত।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ২৫,৯৪,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৫৯,৪০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50026358771 ছ) ৫২,১৮,৮৬৫ টাকা ০৩.১২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
২	**সংগীত দাস এবং শ্রী প্রণয় দাস** ৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি কলকাতা - ৭০০০৪৭ **শাখা** : রাসবিহারি এভিনিউ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট মোজাইক মেঝে , ২য়তলে, উত্তর পশ্চিম পূর্ব দিকে পরিমাণ এরিয়া ৬২০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ,২ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং উক্ত ফ্ল্যাটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাবতীয় সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, অবস্থিত মৌজা-রাইপুর, জেএল নং ৩৩, ইপি নং ১৫৪, এসপি নং ৪২৯/১, সিএস প্লট নং ১৩৫৬(অংশ), ১০৪৪ (অংশ), ১০৪৬ (অংশ) থানা- বর্তমানে নেতাজি নগর পূর্বতন যাদবপুর,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন এবং পুর প্রেমিসেস নং ৬৯/১/৩/১৩২/১, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা -৭০০০৪৭, এবং ডাক ঠিকানা : ৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি, কলকাতা- ৭০০০৪৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,তদস্থিত ইটের তৈরি তিনতলা ভবন এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তরে : প্লট নং ১৫৪এ; দক্ষিণে: ৮ ফুট কলোনি রোড, পূর্বে : প্লট নং ১৫৩; পশ্চিমে : ৮ ফুট কলোনি রেডা সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৯,৫৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৯৫,৩০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50313366185 ছ) ২৫,৯০,০০০ টাকা ২৬.০৯.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৩	**শ্রী ধ্রুব চন্দ্র সরকার** ১০, দাসনগর কলোনি, ৯/১০এ গোবিন্দপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫ আরও ২৪, গোবিন্দপুর রোড কলকাতা - ৭০০০৪৫ **শাখা** : যোধপুর পার্ক	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫, ৪র্থতলে, পূর্বদিকে (পিছনের অংশে) জি-৩ তলা ভবনে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৯৩ বর্গফুট পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৪, গোবিন্দপুর রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৫, পো-লেক গার্ডেন,থানা-লেক, বাস্তু জমিস্থিত পরিমাণ ২ কাঠা ৩ ছটাক ৬ বর্গফুট কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৩ অধীন, বরো নং ১০, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর, পরগনা-খাসপুর,মৌজা-গোবিন্দপুর,জেএল নং ৩৮, আরএস নং ৯, তৌজি নং ২৩০ এবং ২৩৪, সিএস খতিয়ান নং ৪৬, সিএস প্লট নং ১১৪ অংশ এবং যাবতীয় সকলের জন্য পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি নিম্নরূপ :প্রেমিসেস সীমা : উত্তরে : নবীন সংঘ ক্লাব, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ২৩ গোবিন্দপুর রোড (খালি জমি) অংশ ; পূর্ব : প্রতিবেশীর ভবন;পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া গোবিন্দপুর সড়ক সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৭,৪২,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৭৪,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50361195280 ছ) ১৯,০৭,০০০ টাকা ২৬.০৯.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৪	**মেসার্স এসকে জাহিরুদ্দিন** (স্বত্বাধিকারী - শ্রী এস কে জাহিরুদ্দিন) ৮২/সি বরতলা স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০৭ শ্রী এসকে জাহিরুদ্দিন মৌজা ঘোষপুর, জেএল নং ১৪, ইআর মিদ্দা সিং রায় এবং সেন পাড়া, ঘোষপুর খানাকুল, হুগলি, পিন - ৭১২৬১৩ **মেসার্স লাইট হাউস হোটেল,** স্বত্বাধিকারী শ্রী এস কে জাহিরুদ্দিন, ২০৫, বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৬১২ শ্রী এসকে জাহিরুদ্দিন মৌজা ঘোষপুর, জেএল নং ১৪, ইআর মিদ্দা সিং রায় এবং সেন পাড়া, ঘোষপুর খানাকুল, দাবি নোটিশ হুগলি, পিন - ৭১২৬১৩ **শাখা :** আলিপুর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক হোটেল সম্পত্তি-হোটেল লাইট হাউস সংশ্লিষ্ট জমিতে পরিমাণ আনুমানিক ৩২ ডেসিমেল শেখ জহিরুদ্দিন এর নামে, স্থানীয় আরামবাগ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, হোল্ডিং নং ২০৫, আরামবাগ লিঙ্ক রোড, থানা- আরামবাগ, জেলা-হুগলি, এডিএসআর-আরামবাগ, ডিআর-হুগলি, মৌজা- পারুল, জেএল নং ৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৯৬, এলআর দাগ নং : ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, আরএস দাগ নং ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫০, ২৭০৩, ২১৮, ৩৩৬, ৩৫৭, (দলিল নং ১৪১৪, ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৬৪, ৭৫১-২০০৭ অনুযায়ী) ২৮৯৮, ৬১৪, ৩২৫০, ৪৭১৮, -২০০৯, ৪৯৫৯-২০১১, ৪২১৮-২০১৫ সালের। **চৌহদ্দি : উত্তরে** : মিলন কান্তি ঘোষ এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** মেন রোড, **পূর্বে :** শেখ আসরফ আলি, **পশ্চিমে :** পুর সড়ক সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৫,০০,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫০,০০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30194714215 ছ) ৪,৮৮,০৩,১২৬.০০ টাকা (চার কোটি অষ্টআশি লাখ তিন হাজার একশো ছাব্বিশ টাক) টাকা পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং চার্জ ০৩.১২.২০২৩ থেকে।
৫	**মেসার্স নিউ ইন্ডিয়া কনস্ট্রাকশন** বিজে-১৬৬, সল্টলেক, ব্লক-বিজে, সেক্টর - ২, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ শ্রী আশিস ধোলে, পিতা প্রয়াত বিথির কুমার ধোলে বিজে-১৬৬, সল্টলেক, ব্লক-বিজে, সেক্টর - ২, বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৯১ **শাখা** : কাঁকুড়গাছি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ চারতলা ''শান্তিনিকেতন'' নামে ভবনের (জি-৩) প্রেমিসেস নং ৬৪/৮১এ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, ওয়ার্ড নং ৩, থানা- উল্টাডাঙ্গা পূর্বতন মানিকতলা, বেলগাছিয়া, কলকাতা- ৭০০০৩৭, প্লট এরিয়া ৫ কাঠা ১২ ছটাক ২৪ বর্গফুট, ভবন এরিয়া ৭৭৬৮ বর্গফুট জিআই সিট ছাদ কিচেন চলার পথে একতলায় ৪৭২ বর্গফুট আরসিসি ছাদ কেয়ারটেকার কক্ষ ছাদে ৪২৫ বর্গফুট, চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ৬৪/৭২বি; দক্ষিণে : প্লট নং ৬৪/৮২ ; পূর্বে : জেএন রায় এর জমি; পশ্চিমে: ২০ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) ৬৫,১৪,৪১৭.০০ টাকা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বকেয়া সম্পত্তি কর বিল গ) ৪,১৬,২৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪১,৬২,৩০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB20825495600 ছ) ৩,৬০,৫৪,২৪১.০০ টাকা (তিন কোটি ষাট লাখ চুয়ান্ন হাজার দুশো একচল্লিশ টাকা) ০৩.১২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
৬	**পূজা এন্টারপ্রাইজ** (স্বত্বা. শ্রী দীনেশ যাদব) ৭৬/১৩, বেনারস রোড, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১ দীনেশ যাদব, পিতা শ্রী বিশ্বকর্মা প্রসাদ যাদব, ৩০/১, দশরথ ঘোষ লেন, পো. সালকিয়া, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১ **শাখা :** ধর্মতলা স্ট্রিট	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১, ২য় তলে,দক্ষিণ পূর্ব দিকে পরিমাণ আনুমানিক ৭৬৭ বর্গফুট এসবিইউ কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং পি/৫০/৭, বানারস রোড, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং ৪৫১, দাগ নং ৯৪৪, থানা- লিলুয়া (ব্যাঁটরা), পো- দাশনগর, মৌজা- বেলগাছিয়া কিসমত, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ , অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার (এ ডি এস আর), হাওড়া,ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তরে : সিঁড়ি এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট, দক্ষিণে :খোলা জায়গা, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : অন্যান্য ফ্ল্যাট। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : এ কে দাসের ফ্যাক্টরি শেড,দক্ষিণে : রাজ কুমার জয়সওয়ালের তিনতলা ভবন, পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : অন্যান্য ফ্যাক্টরি শেড (হোল্ডিং নং পি-৫১, বেনারস রোড)।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ১৫,৯৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৫৯,৫০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50505282592 ছ) ৮৬,২০,২৩৪.০০ টাকা (ছিয়াশি লাখ কুড়ি হাজার দুশো চৌত্রিশ টাকা) ০৩.১২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
৭	**দীনেশ যাদব,** পিতা শ্রী বিশ্বকর্মা প্রসাদ যাদব, ৩০/১, দশরথ ঘোষ লেন, পো. সালকিয়া, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১ **শাখা :** ধর্মতলা স্ট্রিট	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩ , ৩য়তলে, পূর্ব দিকে পরিমাণ আনুমানিক ৭৬৭ বর্গফুট এসবিইউ কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং পি/৫০/৭, বেনারস রোড, জেএল নং ৯,খতিয়ান নং ৪৫১, দাগ নং ৯৪৪, থানা-লিলুয়া (ব্যাঁটরা), পো- দাশনগর, মৌজা- বেলগাছিয়া কিসমত, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার (এ ডি এস আর), হাওড়া, ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : সিঁড়ি এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে :খোলা জায়গা,পূর্বে : খোলা জায়গা,পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : এ কে দাসের ফ্যাক্টরি শেড, দক্ষিণে : রাজ কুমার জয়সওয়ালের তিনতলা ভবন, পূর্বে : ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : অন্যান্য ফ্যাক্টরি শেড (হোল্ডিং নং পি-৫১, বেনারস রোড)।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ১৫,৯৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৫৯,৫০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50468471249 ছ) ৫১,৫৬,১৭৯.০০ টাকা (একান্ন লাখ ছাপান্ন হাজার একশো উনআশি টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় - **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- ২২.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**
ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ১১-৪১১০৬১৩১ যোগাযোগ করুন। ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০২.১২.২০২৩, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - IV (পরিশিষ্ট - III)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২ ১০১ ইমেল : z184@indianbank.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৮.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী বিনয় কৃষ্ণ পাল,** পিতা প্রয়াত ইন্দ্র মোহন পাল, গ্রাম এবং পো. দত্তফুলিয়া, নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০৪ **জামিনদাতাগণ : (১) শ্রীমতি ভক্তা রানি পাল,** স্বামী বিনয় কৃষ্ণ পাল, গ্রাম এবং পো. দত্তফুলিয়া, নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০৪ (২) **শ্রীমতি কাকলি পাল,** পিতা বিনয় কৃষ্ণ পাল, গ্রাম এবং পো. দত্তফুলিয়া, নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০৪ ক্যাশ ক্রেডিট - ২১৫৫১৪৬৫৪৯৬, **দত্তফুলিয়া শাখা,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৫,৪২,৭২২.০০ টাকা** (পনের লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ বাইশ টাকা) টাকা **১৮.০৫.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে ১৯.০৫.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ আদায়দান পর্যন্ত, চার্জ এবং ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৫,৪২,৭২২.০০ টাকা** (পনের লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ বাইশ টাকা) টাকা **১৮.০৫.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে ১৯.০৫.২০২৩ থেকে ব্যয়, চার্জ, শুল্ক সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত নং ১৯৯, তৌজি নং ১১, খতিয়ান নং আরএস-১২৭১, এলআর-২২৫৮, ৩১৯৫, দাগ নং আরএস এবং এলআর -১৮৯/১৮০৩, মৌজা -৮৪ নং দত্তফুলিয়া, এরিয়া ০.০০৪৮৮ একর, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩৫৮৯ তারিখ ১৭/০৮/২০১১, এডিএসআর-রাণাঘাট-২, বুক নং ১, ভল্যুম নং সিডি -২, পৃষ্ঠা ৯৭৪ থেকে ৯৮৫। **সম্পত্তি শ্রী বিনয় কৃষ্ণ পাল,** পিতা প্রয়াত ইন্দ্র মোহন পাল এর নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বিক্রেতার সম্পত্তি,দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : স্বপন বিশ্বাসের জমি, পশ্চিমে : সড়ক সমন্বিত।

তারিখ : ০৪.১২.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দত্তফুলিয়া — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [(রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৬.০৬.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার প্রা. লি.** ঠিকানা প্রেমিসেস নং ২২, ইস্ট পূর্বাঞ্চল ক্যানাল রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮ কে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৯৮,১১,২৫৫.৯৮ টাকা (দুই কোটি আটানব্বই লাখ এগারো হাজার দুশো পঞ্চান্ন টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) টাকা ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩০ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২,৯৮,১১,২৫৫.৯৮ টাকা (দুই কোটি আটানব্বই লাখ এগারো হাজার দুশো পঞ্চান্ন টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দলিল নং : ১-০১৮৪৮-২০১০ সালের
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ''বি-২'' তৃতীয় তলে পশ্চিম দিকে (সামনের অংশে) চারতলা ভবনে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪০ (নয়শো চল্লিশ) বর্গফুট, তিন বেড রুম,এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি, এক কিচেন এবং এক বারান্দা, এবং উক্ত সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং ফিক্সচার, ফিটিং, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন যা তপশিলে উল্লেখ রয়েছে ভবন নির্মাণ নকশায় সমুদয় ব্যয় সহ নং ১৮/১২/০৭-০৮ তারিখ ০৭.০৪.২০০৮, কলকাতা পৌর সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত। বরো অফিস নং ১২, এবং উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা-গরফা, জেএল নং ১৯, সিএস দাগ নং ১৫৩৯, আরএস দাগ নং ১৮৪০, আরএস খতিয়ান নং ১৮৬, এডিএসআর অফিস শিয়ালদহ,পূর্বতন যাদবপুর পুরসভা অধীন, থানা-কসবা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৬ অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অংশ প্রেমিসেস নং ৭৩৭, পূর্বাঞ্চল মেন রোড,কলকাতা- ৭০০০৭৮, সংশ্লিষ্ট ২ থেকে ৪ ঠিকানায় বসবাসকারী ডা. শিপ্রা চৌধুরী, ডা. দুর্লভ রতন কুন্ডু, আকাশ কুমার এর নামে, ডিরেক্টর এবং জামিনদাতাগণ ১ ঠিকানায় বসবাসকারী এবং আপনারা ৫ নং ঠিকানায় বসবাসকারী সায়ন্তন এবং **সমগ্র প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীমতি মায়া ঘেষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : দাগ নং ১৮৪০(অংশ) জমি, পূর্বে : দাগ নং ১৮৪১ (অংশ) জমি; পশ্চিমে : ক্যানেলের বাঁধ সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ৩০.১১.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

স্বাস্থ্য আধিকারিকের নামে অশ্লীল পোস্টার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: স্বাস্থ্য আধিকারিকের নামে অশ্লীল ভাষায় লেখা পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ফুলিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। হাসপাতালে স্বাস্থ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে একাধিক অশ্লীল পোস্টার। ঘটনায় ক্ষোভ উগড়ে দিলেন স্বাস্থ্য আধিকারিক। স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি, যাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

গত কয়েকদিন আগে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক ব্যক্তির এনএসভি অর্থাৎ নির্বীজকরণের অপারেশন করা হয়। সেই ঘটনা নিয়ে হই তোলপাড় হয়ে যায়। যে ব্যক্তির অপারেশন করা হয়, তাঁর পরিবারের অভিযোগ ছিল, তাঁদেরকে না জানিয়ে এই অপারেশন করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ তুলে গতকাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখান আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। সেখানেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. পূজা মৈত্রর অপসারণের দাবি জানান।

সোমবারের রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার আবার ঘটল স্বাস্থ্য আধিকারিকের নামে অশ্লীল পোস্টার লাগানোর ঘটনা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারপাশে পড়তে দেখা গেল অশ্লীল ভাষায় পোস্টার, যেখানে এই ঘটনায় স্বাস্থ্য আধিকারিক পূজা মৈত্রকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'যাঁরা এই ধরনের পোস্টার দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। না হলে এই ধরনের পোস্টার কেউ মারতে পারে না। তবে যাঁরা একের পর এক ঘটনা ঘটাচ্ছেন, প্রত্যেকেই রাজনৈতিক উস্কানিতে করছে, আমরা এঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছি।'

এবার আশা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। তবে এ বিষয়ে এক বিক্ষোভকারীর মৃত্যুতায় প্রশ্ন করলে তাঁর দাবি, 'এটা কোনও রাজনৈতিক বিক্ষোভ ছিল না। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। আমরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষাতেই স্লোগান দিয়েছি। উনি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করলে পালটা ব্যবস্থা আমরাও গ্রহণ করব।' তবে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ফিজ দিতে না পারায় পরীক্ষার দিন ঘাড় ধাক্কার অভিযোগ স্কুলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: ফিজ দিতে না পারায় পরীক্ষা দিতে এসে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রকে ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে শোরগোল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে তারকেশ্বর পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের শরৎপল্লি এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে।

জানা গিয়েছে, ওই স্কুলে চলছে বার্ষিক পরীক্ষা। ইংরেজি, বাংলা পরীক্ষার পর মঙ্গলবার ছিল ভূগোলের পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। পরিবারের দাবি, স্কুলের তরফ থেকে বলা হয় স্কুলের ফিজ বাকি থাকার কারণে তাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। এমনকি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলে যান তারকেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু- সহ পুর প্রতিনিধিরা।

যদিও স্কুলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী ফিজ চাওয়া হয়েছে। তবে ঘাড় ধাক্কার অভিযোগ স্কুলের তরফে অস্বীকার করা হয়েছে। স্কুলের দাবি, অভিভাবকদের ডাকা হয়েছিল মাত্র। ছাত্র যাতে পরীক্ষা দিতে পারে, তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডুর দাবি, 'খবর পেয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম। ছাত্রটি যাতে পরীক্ষা দিতে পারে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেদিকে নজর রাখা হবে।'

রক্ত দিয়ে রোগীর প্রাণ রক্ষা পঞ্চায়েত উপপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রক্ত দিয়ে এক রোগীকে বাঁচালেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমা হাসপাতালে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে বলে দাবি। একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় রক্ত অমিল রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। আর তারই মধ্যে এক সংকটজনক রোগীর প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসলেন সাতগাছি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অনিমেষ ভাঙি।

মঙ্গলবার দুপুরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়ে এবিপ্লাস রক্তদান করেন তিনি। জানা গিয়েছে, বাকুলিয়ার ছোট নেকোয়া এলাকার পঞ্চু মালিক নামের এক বৃদ্ধা মহিলার হঠাৎই সোমবার রাতে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ার কারণে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপরই তাঁকে তড়িঘড়ি কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা রক্ত দেওয়ার কথা জানান। কিন্তু কালনা মহকুমা হাসপাতালে এবিপ্লাস রক্ত না থাকায় এলাকায় খোঁজখবর চালিয়ে রক্ত না মেলায় অবশেষে পরিবারের সদস্যরা যোগাযোগ করেন উপপ্রধান অনিমেষবাবুর সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রক্ত দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। মঙ্গলবার কালনা মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়ে রক্তদান করেন। অনিমেষবাবুর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রোগীর পরিবার।

নবদ্বীপে সকার কাপের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: উৎসবের মরশুম শেষ হতেই তীর্থনগরী নবদ্বীপে শুরু হল নবম বর্ষ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ। মঙ্গলবার নৈশলোকে ফুটবল কিক করে নবম বর্ষ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিধায়ক পুন্ডুরীকাক্ষ সাহা।

উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি সকলে। ৩২ দলীয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে নবদ্বীপ ব্লক সহ কলকাতার বহিরাগত খেলোয়াড় সমন্বয়ে একাধিক ক্লাব অংশগ্রহণ করতে চলেছে। তীর্থনগরীতে শুধু খোল করতালের শব্দ নয়, শ্রীচৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ যে ফুটবল খেলাতে মেতে ওঠে, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ তার চলন্ত প্রমাণ। এদিনের উদ্বোধনী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে গত বছরের চ্যাম্পিয়ন দল নবদ্বীপ নিউ শিবশঙ্কর ক্লাব আদিবাসী যুব সংঘ।

নয়াগ্রামে লক্ষাধিক টাকার বিদেশি মদ সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রাম বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রায় লক্ষ টাকার বিদেশি মদ উদ্ধার করল পুলিশ। পুলিশ সোমবার রাতভর তল্লাশি চালিয়ে বিদেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ মাইতি। মঙ্গলবার ওই ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতভর ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার বিদেশি মদ উদ্ধার করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। এদিন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও কৃষ্ণগোপাল মিনার নেতৃত্বে পুলিশ অতর্কিতে অবৈধ ভাবে বিদেশি মদ বিক্রির ঠেকগুলিতে অভিযান চালায়। নয়াগ্রাম বাজারে থাকা একটি বাড়ি থেকে ৭০ রকমের মদ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নয়াগ্রাম বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ৬০২ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার হয়েছে। অভিযোগ, বেআইনি ভাবে গোপনে বিদেশি মদ এনে বিক্রি করতেন নয়াগ্রামের এই মদ দোকানদার। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকদিন ধরে নজরদারি শুরু করা হয়েছিল।

IMC OF GOVT. ITI HALISAHAR
e- TENDER

e-Tender (on line) vide Tender ID No - 2023_DTET_614390_1 are invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Halisahar for Supply, Testing, Installation & Commissioning of different shop Tools, Equipment & machineries for Different Trades at Govt. ITI Halisahar, Bizpur, Halisahar, Dist.: North 24 Pgs. Pin–743134 as per Tender Schedule No-A. Details information/download/upload will be available from the **website https://wbtenders.gov.in**

IMC OF GOVT. ITI CANNING1
e- TENDER

e-Tender (on line) vide Tender ID No - 2023_DTET_614165_1 are invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Canning1 for Supply, Testing, Installation & Commissioning of different shop Tools, Equipment & machineries for Different Trades at Govt. ITI Canning1, Vill+P.O- Tangrakhali, P.S-Canning, Dist- 24 Pgs(S), Pin-743329 as per Tender Schedule No-A. Details information/download/upload will be available from **website https://wbtenders.gov.in**

তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন রেবন্ত রেড্ডিই

অমরাবতী, ৫ ডিসেম্বর: বৃদ্ধ নেতাদের সব আপত্তি খারিজ। তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন অনুমুলা রেবন্ত রেড্ডিই। হায়দরাবাদের মসনদে রেবন্তের নামে সিলমোহর দিয়ে দিল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। দিল্লিতে বসে কার্যত সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন রাহুল গান্ধি।

সোমবার কংগ্রেসের নব নির্বাচিত বিধায়করা হায়দরাবাদের গান্ধি ভবনে বৈঠকে বসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পড়শি রাজ্য কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডি, কর্নাটকের মন্ত্রী কেজে জর্জ, কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাসমুন্সি এবং এআইসিসির পর্যবেক্ষকরা। ঘণ্টাখানেক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন কংগ্রেস বিধায়ক ও নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেস সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকেই সকলে রেবন্তের নামে সম্মত হন। বৈঠকের রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাইকম্যান্ডের কাছে।

তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্ব বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা রাহুল গান্ধির পছন্দ রেবন্ত রেড্ডির নামেই সিলমোহর দেন। বৈঠক শেষে রাহুল গান্ধি নিজেই বলে দেন, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। রাহুলের স্পষ্ট ইঙ্গিত, রেবন্ত রেড্ডিই হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭ ডিসেম্বর হায়দরাবাদে শপথ নেবেন তিনি। সরকারিভাবে মঙ্গলবারই সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবে।

যদিও রেবন্তের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া আটকাতে মরিয়া হয়ে আসরে নেমেছিলেন কংগ্রেসের জনা চারেক প্রভাবশালী নেতা। উত্তমকুমার রেড্ডি, ভাট্টি বিক্রমার্ক, কোমাটিরেড্ডি ভেঙ্কট রেড্ডি, দামোদর রাজনরসিমারা দাবি করেছিলেন, রেবন্ত রেড্ডি নিজেকে তেলঙ্গানার জনগণ এবং বিধায়কদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসলে তিনি তা নন। তাছাড়া, রেবন্ত অনভিজ্ঞ, সারাজীবন বিরোধী রাজনীতি করে এসেছেন, একটা সময় আরএসএসেও ছিলেন। তাই তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা ঠিক হবে না। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্ব সেসব আপত্তি খারিজ করে দিল। সূত্রের খবর, রাহুলের পরামর্শে তারুণ্যে ভরসা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোদি সরকারের বঞ্চনার অভিযোগে সরব সুদীপ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: একশো দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোদি সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে ফের লোকসভায় সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের পাওনা অর্থ প্রতিহিংসা থেকেই আটকে রেখেছে মোদি সরকার। এই প্রসঙ্গে, নয়াদিল্লির কৃষি ভবনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের আন্দোলনের কথাও লোকসভায় উল্লেখ করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে কথা দিয়েও, তা করেননি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁদের আটক করে বলে জানান সুদীপ। তবে, তৃণমূলের লোকসভার দলনেতার এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাধ্বি নিরঞ্জন জ্যোতি।

এদিন, শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে, লোকসভায় জিরো আওয়ারে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিষয়টি তোলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। একশো দিনের কাজ, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, আবাস যোজনার মতো একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা গত দুই বছর ধরে বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্র। যার ফলে বাংলার বকেয়া অর্থের পরিমাণ এখন প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা বলে, অভিযোগ করেন সুদীপ। এই বিষয়ে অবিলম্বে সংসদে আলোচনা চেয়েছেন তৃণমূলের লোকসভার নেতা। তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে বৈঠক করার জন্য মাসখানেক আগে কৃষি ভবনে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সাংসদ ও রাজ্যের মন্ত্রীরা। তাঁদের চা খাইয়ে দু'ঘণ্টা বসিয়ে রেখে, পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলেন মন্ত্রী বলে অভিযোগ করেন সুদীপ। এরপর, দিল্লি পুলিশকে দিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের হেনস্থা করা হয় বলেও দাবি করেন তিনি।

জবাবে, সাধ্বী নিরঞ্জন জানান, তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করার জন্য ওই দিন তিনি তাঁর দপ্তরে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, প্রথমে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল পাঁচজন প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। পরে পুরো সংসদীয় দল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। তিনি তাতেও রাজি হয়েছিলেন বলে দাবি করেন মন্ত্রী। কিন্তু, এরপরও তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি বলে অভিযোগ তাঁর। তিনি আরও জানান, তিনি মোটেই পিছনের দরজা দিয়ে পালাননি। তিনি প্রতিদিনই কৃষি ভবনের ৪ নম্বর দরজা দিয়ে বের হন। সেদিনও, তাই করেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে রাজনীতি করার স্বার্থেই তৃণমূল অযথা জটিলতা সৃষ্টি করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেন সাধ্বী নিরঞ্জন। তার আগে অবশ্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলার সময়ই, সমস্বরে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বাংলার বিজেপি বিধায়করা।

চিঠি-পার্সেল খুলতে পারবেন ডাককর্মীরা!

রাজ্যসভায় বিল পাশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: সন্দেহ হলেই আপনার পাঠানো চিঠি বা পার্সেল খুলে দেখতে পারবেন ডাককর্মী বা ডাক বিভাগের আধিকারিকরা। এমনকী, সন্দেহ হলে শুল্ক দপ্তর বা পুলিশের কাছে সেই পার্সেল পাঠিয়েও দিতে পারবেন ডাক বিভাগের কর্মীরা। নতুন পোস্ট অফিস বিলে ডাক বিভাগের আধিকারিকদের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিল কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই রাজ্যসভায় এই বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে মোদি সরকার।

কেন্দ্রের দাবি, নতুন এই পোস্ট অফিস আইন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে দেখা গিয়েছে চিঠি বা পার্সেলের গোপনীয়তাকে ব্যবহার করে সমাজবিরোধীরা গোপন তথ্য আদানপ্রদান করেছে। অনেক সময় পার্সেলগুলিকে ব্যবহার করে মাদক বা বিস্ফোরক আদানপ্রদানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লেটার বম্ব, বা চিঠির মাধ্যমে বিস্ফোরক পাঠানোর মতো ঘটনা কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন নয়। এসব রুখতেই সন্দেহভাজন চিঠি বা পার্সেল খতিয়ে দেখার অধিকার দেওয়া হচ্ছে ডাককর্মীদের। ব্রিটিশ আমলে তৈরি ১৮৯৮ সালের ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিস আইন তুলে দিয়ে নতুন আইন তৈরি করতে সংসদে পোস্ট অফিস বিল পেশ হয়েছে।

কিন্তু বিরোধীরা কেন্দ্রের যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁরা পালটা বলছে, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার ভারতকে সার্ভাইলেন্স স্টেট বা নজরদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। কংগ্রেস, তৃণমূল থেকে বাম সব পক্ষেরই এক বক্তব্য, মোদি সরকার সব কিছুতেই নজরদারি চালাতে চাইছে।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের বক্তব্য, 'মোদি সরকারের পোস্ট অফিস বিলে বলা হয়েছে ডাকঘরের অফিসারেরা কোনও পার্সেল আটক করতে পারেন, খুলে দেখতে পারেন, শুল্ক দপ্তর বা নিরাপত্তা সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন, আবার নষ্টও করে ফেলতে পারবেন। এই ধারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে। দেশের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কেন্দ্র নজরদারির ব্যবস্থা করতে চাইছে।' কংগ্রেসের বক্তব্য, ব্যক্তিগত পরিসর বা গোপনীয়তাকে সুপ্রিম কোর্ট মৌলিক অধিকারের তকমা দিয়েছে। এই বিল সেই অধিকারে আঘাত করে।

'আরও আসবে ব্যর্থতা'

ফের একবার নাম না করে বিরোধীদের বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: আগামী দিনে আরও ব্যর্থ হবে বিরোধীরা। ৭০ বছর ধরে বিভেদের রাজনীতির ফল মিলবেই। তিন রাজ্যে ব্যাপক সাফল্যের পর ফের কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলোকে এইভাবেই বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে কেবল তেলঙ্গানায় সরকার গড়তে পেরেছে কংগ্রেস। তার পরেই বিরোধীদের উদ্দেশে মোদির বার্তা ছিল, শুধরে যান নয়তো মানুষ মুছে দেবে।

মঙ্গলবার একটি ভিডিও নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী। নাম না করে কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিজেপি বিরোধী দলগুলোর সমালোচনা রয়েছে ওই ভিডিওতে। সেখানকার বক্তব্যের সঙ্গেই সহমত পোষণ করে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'আশা করি নিজেদের ঔদ্ধত্য, মিথ্যাচার, নেতিবাচক চিন্তা আর উদাসীনতা নিয়েই ওরা ব্যস্ত থাকুক। ওদের বিভাজনের রাজনীতির কথা মনে রাখতে হবে। ৭০ বছরের পুরনো অভ্যাস এত সহজে ছাড়া যায় না।'

এরপরেই নাম না করে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি, 'মানুষ এখন অনেক সচেতন। তাই আগামী দিনে এমন অনেক ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।' উল্লেখ্য, রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়ে সরকার গঠনের পর থেকেই লাগাতার বিরোধীদের কটাক্ষ করেছেন মোদি। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিনই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকের ফলাফল তাদের প্রতি সতর্কবার্তা, যারা প্রগতির রাজনীতি বিরোধী। এটা কংগ্রেস এবং তাদের ঘামন্ডিয়া (অহংকারী) জোটের জন্য একটি বড় শিক্ষা।'

শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগেও মোদি বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল আসলে আমার বিরোধী বন্ধুদের জন্য সোনালি সুযোগ। আপনাদের হারের হতাশা এই অধিবেশনে দেখাবেন না। হার থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি আগামী দিনে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যান, গত ৯ বছরের নেতিবাচক মানসিকতাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন, তাহলে দেশের মানুষও আপনাদের অন্য চোখেই দেখবে।'

আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের তাণ্ডব, বিস্ফোরণে উড়ল বাড়ি

নিউ ইয়র্ক, ৫ ডিসেম্বর: ফের বন্দুকবাজের তাণ্ডব আমেরিকায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে গেলে ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়ে গেল বাড়ি! অভিযোগ ওই বাড়ি থেকেই রাস্তার দিকে গুলি চালাচ্ছিল ওই ব্যক্তি। যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, সোমবার রাতে ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনের একটি বাড়িতে ওই ঘটনাটি ঘটে। এদিন এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করে স্থানীয় পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে। যেখানে বলা হয়, এক ব্যক্তি আর্লিংটনের এন এডিশন স্ট্রিটের একটি বাড়ি থেকে গুলি চালাচ্ছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে খোঁজখবর শুরু করেছে। সকলে এলাকাটি এড়িয়ে চলুন। এর কিছু সময় পড়েই ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে বাড়িটি। যে ঘটনার ভিডিও ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

বিস্ফোরণের পর পুনরায় একটি পোস্ট করা হয় প্রশাসনের তরফে। গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানানো হয়, গুলি চালানোর ঘটনায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট ছিল। যার ভিত্তিতে ওই বাড়িতে প্রবেশ করেছিল পুলিশ। তখন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ওই অভিযুক্ত। এর পরেই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। কয়েকজন সামান্য চোট পেয়েছেন। কাউকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ওই বাড়িটির পাশের একটি বড় গাছও ভেঙে পড়ে।

কর্নাটকে ভুট্টার বস্তার নিচে চাপা পড়ে মৃত ৭ শ্রমিক

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর: কর্নাটকে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ৭ শ্রমিক। শস্যভর্তি বস্তার স্তূপের নিচে চাপা পড়েন ১১ শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগেই তিন কর্মীকে উদ্ধার করা গিয়েছিল। তাঁদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কর্নাটকের বিজয়পুরের একটি ভুট্টা প্যাকেট করার বেসরকারি গুদামে সোমবার রাতে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজয়পুরের কাছে আলিয়াবাদে রয়েছে রাজগুরু ইন্ডাস্ট্রির গুদামটি। সেখানে খাদ্যশস্য প্যাকেট করার কাজ করা হয়। সোমবার রাতে ঘটনার সময় সেখানে প্রায় ৫০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তখনই ১১ জন শ্রমিক শস্যভর্তি বস্তার স্তূপের নিচে চাপা পড়েন। বিপুল পরিমাণ শস্যের ওজন হওয়ায় বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না বলেই মনে করা হচ্ছে। তথাপি কোনও মতে ৩ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। চিকিৎসার জন্য তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত ৭ জন শ্রমিকই বিহারের বাসিন্দা। মৃতদের নাম রাজেশ মুখিয়া (২৫), রামব্রিজ মুখিয়া (২৯), শম্ভু মুখিয়া (২৬), লুখো যাদব (৫৬), রাম বালক (৩৮), কিশান কুমার (২০) এবং দালানচান্ডা। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় শ্রমিকদের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই মত্যু হয় শ্রমিকদের। সংস্থা রাজগুরু ইন্ডাস্ট্রি এবং মালিকের বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও এখনও স্পষ্ট কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল। সংস্থার তরফে মৃতদের পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ এবং আহতদের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবারও সর্বকালের রেকর্ড উত্থান সেনসেক্সের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: সোমবারের পর মঙ্গলবারও বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রেকর্ড গড়ল সেনসেক্স। প্রথমবার সেনসেক্সের গণ্ডি ৬৯ হাজার পেরিয়ে গেল। সোমবারের তুলনায় ১৩৭ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স। পরপর দু-দিন নজির শেয়ার বাজারের। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, তিন রাজ্যের বিধানসভায় বিজেপির সাফল্যের পর সোমবার যেভাবে তরতরিয়ে বেড়েছিল শেয়ার, মঙ্গলবার সেই ধারাই বজায় রয়েছে। তবে মার্কিন ডলারের তুলনায় খানিকটা কমেছে ভারতীয় টাকার দাম।

সোমবার ৯০০ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্সের পরিমাণ। ইতিহাসে প্রথমবার ৬৮ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে সেনসেক্স। একদিনের মধ্যেই ১ থেকে ৩ শতাংশ বেড়েছে তাদের শেয়ার। একই ধারা বজায় ছিল মঙ্গলবারেও। প্রথমবারের জন্য ৬৯ হাজার পেরিয়েছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স। ২১ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে নিফটিও। বাজার খুলতেই এক লাফে অনেকখানি বেড়েছে ভোডাফোন, ইয়েস ব্যাংক, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মতো সংস্থাগুলোর শেয়ার। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বিনিয়োগকারীদেরও লদীলাভ হয়েছে। তবে ভারতের শেয়ারের দাপট থাকলেও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর লগ্নি।

থাইল্যান্ডে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ১৪

ব্যাংকক, ৫ ডিসেম্বর: ভয়াবহ দুর্ঘটনা থাইল্যান্ডে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মেরে উলটে গেল যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৪ জন। আহত ২০ জনের উপরে। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, সোমবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম থাইল্যান্ডের প্রচুয়াপ খিরি খান প্রদেশে। মঙ্গলবার মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহণ সংস্থা। জানা গিয়েছে, গাছে ধাক্কা লাগার পর বাসটির সামনের অংশ দুই টুকরো হয়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ। ধ্বংসাবশেষ থেকে যাত্রীদের বের করা হয়।

এই বিষয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহণ সংস্থার বিবৃতি, 'হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে।' তবে ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পাকিস্তানের জেলে ২৬/১১ হামলার অন্যতম চক্রীকে হত্যার ছক

ইসলামাবাদ, ৫ ডিসেম্বর: পাকিস্তানে জেলের মধ্যেই মুম্বইয়ে ২৬/১১ হামলার অন্যতম চক্রী সাজিদ মীরকে হত্যার ছক। খাবারে বিষক্রিয়ার কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই লস্কর জঙ্গিকে গত বছরের জুন মাসে দোষী সাব্যস্ত করেছিল পাক সন্ত্রাস বিরোধী আদালত। তার পর থেকেই কোট লাখপতের জেলে বন্দি ছিল সাজিদ। সূত্রের খবর, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে।

২৬/১১ হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদের সহযোগী মুফতি কায়সের ফারুককে গত অক্টোবরে করাচির রাস্তায় গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল একদল

দুষ্কৃতী। পরের মাসে প্রায় একই কায়দায় করাচিতেই গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হয় জইশ-প্রধান মাসুদ আজহারের ঘনিষ্ঠ মৌলানা রহিমউল্লা তারিক। গত ১৯ মাসে পাকিস্তানের মাটিতে প্রাণ গিয়েছে ভারত ও আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে থাকা প্রায় ২০ জন পাক জঙ্গির। অধিকাংশই মুম্বই হামলায় জড়িত। এই ঘটনায় ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর দিকেই আঙুল তুলছে পাকিস্তান।

পাক সূত্রে জানা গিয়েছে, সাজিদ মীরের হত্যার আশঙ্কায় দেরা গাজি কারাগারে পাঠানোর তোরজোরও চলছিল। তার আগেই ঘটেছে বিষক্রিয়ার ঘটনাটি। বর্তমানে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে তাকে। সন্ত্রাসবাদে অর্থ যোগানোর দায়ে ৮ বছরের জেল হয়েছিল সাজিদের। এছাড়াও ৪.২ লক্ষ পাকিস্তানি টাকা জরিমানা হয়েছিল। পাকিস্তানে একের পর এক জঙ্গি হত্যার ঘটনায় 'র'-র পাশাপাশি আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-র নামও উঠ এসেছে। উল্লেখ্য, গুপ্তহত্যায় সিদ্ধহস্ত ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ। ১৯৭৬-এ মিউনিখ অলিম্পিক্স হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে হামাসের বিরুদ্ধে গুপ্তহত্যার অপারেশনে নেমেছিল তারা। ওই অপরেশনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন র‍্যাথ অফ গড'। একই কায়দায় পাকিস্তানে অভিযান চালাচ্ছে সিআইএ এবং র। এমনটাই দাবি পাকিস্তানের।

অধিনায়কত্ব নিয়ে ফের বিরাট বিতর্ক উস্কে দিলে 'দাদা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহেন্দ্র সিং ধোনির পর ভারতীয় দলের বাটন উঠেছিল বিরাট কোহলির হাতেই। সাদা এবং লাল বলের ক্রিকেটে তাঁকেই নেতা বেছে নিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে অধিনায়ক হিসাবে ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটের অধ্যায় যেভাবে শেষ হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক, সংশয় ও প্রশ্ন আজও রয়ে গিয়েছে। দেশের সর্বকালের অনতম সেরা অধিনায়কের নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০১৯ সালে বিসিসিআই-এর সভাপতি হন সৌরভ। দায়িত্বে ছিলেন তিন বছর। আর সৌরভ মসনদে থাকাকালীনই বিরাট অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন। ২০২১-২২ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারি নাগাদ ভারত গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে।

রামধনু দেশে উড়ে যাওয়ার আগে ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে একের পর এক বোমা ফাটিয়ে ছিলেন বিরাট। তাঁর নিশানায় ছিলেন সৌরভ। বোর্ড সভাপতির দিকে পরোক্ষ ভাবে আঙুল তুলে কোহলি বিস্ফোরক দাবি করেন। তিনি জানান যে, তাঁকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব ছাড়তে কেউ বারণ করেননি। এখানেই শেষ নয়, কোহলি এও বলেছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট দল ঘোষণার মাত্র ৯০ মিনিট আগে তিনি জানতে পারেন যে, টি-২০ ফরম্যাটের পর ওয়ানডে ফরম্যাটেও আর তিনি অধিনায়ক থাকছেন না। বোর্ডের তরফে সেভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগই করা হয়নি। এরপর থেকেই সৌরভ বনাম বিরাট অধ্যায় শুরু হয়ে যায়।

এবার সৌরভ 'দাদাগিরি আনলিমিটেড টেন'-এ বিরাটের অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলেন। মহারাজ বলেন, 'দেখুন আমি বিরাট কোহলিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিইনি। এই কথা আমি বহুবার বলেছি। কোহলি ভারতকে টি২০ ফরম্যাটে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী ছিল না। ওর এই সিদ্ধান্ত জানার পর, আমি ওকে বলি, তুমি যখন টি২০আই-তে ক্যাপ্টেনসি করতে আগ্রহী নও, তাহলে তুমি পুরোপুরি সাদা বলের ক্রিকেটের দায়িত্বই ছেড়ে দাও। তাহলে একজন সাদা বলের ও আরেকজন লাল বলের অধিনায়ক হোক।'

সৌরভের এই বক্তব্যের পর অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেল। বিরাটের পর তাঁর জুতোয় পা গলিয়েছেন রোহিত শর্মা। যদিও রোহিতও নাকি সব ফরম্যাটে নেতৃত্ব দিতে রাজি ছিলেন না। সৌরভই তাঁকে রাজি করান। ধোনির পর বিরাট বা রোহিত, কেউই এখনও দেশকে কোনও আইসিসি ট্রফি জেতাতে পারেননি।

পাকিস্তান ক্রিকেটের ঝগড়া বিদেশেও, মাঠেই কথা কাটাকাটি দুই ক্রিকেটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে গিয়ে মাঠে ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ ও ক্রিকেটার সাউদ শাকিলের। ১৪ ডিসেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পার্থে প্রথম টেস্ট খেলবে পাকিস্তান। তার আগে দলের অনুশীলনে প্রকাশ্যে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়েছেন দুই ক্রিকেটার।

ঠিক কী নিয়ে দুই ক্রিকেটারের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে সেটা জানা যায়নি। তবে অনুশীলনের মাঝেই শাকিলকে বলতে শোনা যায়, ''কত দিন আর আমাকে দিয়ে কাজ করাবে?'' জবাবে সরফরাজ বলেন, ''তোমাকে দিয়ে আমি কোনও কাজ করাইনি। তোমাকে কোনও দিন কিছু করতে বলিনি। কাউকে কিছু বলতেও বলিনি। যার সঙ্গে কথা বলার তার সঙ্গেই বলেছি।'' তার পরে শাকিল অন্য দিকে চলে যান। এই পুরো কথাবার্তার মাঝে দলের কিছু ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফ ছিলেন। তাঁরা কিন্তু দু'জনের কাউকে আটকাতে যাননি। সরফরাজ যখন অধিনায়ক ছিলেন তখন ৩৩টি টেস্টে পাকিস্তানের দলে সুযোগ পাননি শাকিল। সেই রাগ পুষে রেখে কি এত দিনে মুখ খুলেছেন শাকিল!

বিশ্বকাপের পরে পাকিস্তানের তিন ফরম্যাটেরই নেতৃত্ব ছেড়েছেন বাবর আজম। তার পরে সাদা বলের ক্রিকেটে শাহিন শাহ আফ্রিদি ও লাল বলের ক্রিকেটে শান মাসুদকে অধিনায়ক করা হয়েছে। মাসুদের সামনে প্রথমেই কঠিন লড়াই। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে হবে পাকিস্তানকে। তার শুরুটা অবশ্য ভাল হল না দলের।

সূর্যকুমার, পান্ডিয়া ও অর্শদীপ

টি-টোয়েন্টির ম্যাচ ফি থেকে ভারতীয়দের মধ্যে এ বছর বেশি আয় কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে এই সংস্করণে রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলির মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের বেশির ভাগ সময়েই বিশ্রামে রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এ বছর এখন পর্যন্ত ছয়টি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে ভারত। বেশির ভাগ সিরিজেই তারা তরুণ ক্রিকেটারদের খেলিয়েছে।

সূর্যকুমার যাদব, অর্শদীপ সিংদের মতো তরুণ ক্রিকেটাররা এ বছর টি-টোয়েন্টিতে ভারতকে এনে দিয়েছেন দারুণ সাফল্য। ছয়টি সিরিজের পাঁচটিই জিতেছেন তাঁরা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে বছরটা শুরু করে ভারত। এরপর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও একই ব্যবধানে সিরিজ জয়। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে গত আগস্টে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ হেরে আসে ভারত।

রোহিত ও কোহলি এ বছরে ভারতের হয়ে একটি টি-টোয়েন্টিও খেলেননি। বেশি ম্যাচ খেলেছেন তরুণ ক্রিকেটাররাই। সে কারণে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এ বছর ম্যাচ ফি থেকে বেশি আয়ও করেছেন তাঁরাই।

সূর্যকুমার, ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়া ও অর্শদীপ;তাঁরাই বেশি ম্যাচ খেলেছেন, আয়ও তাঁদেরই বেশি। তবে তাঁদের মধ্যে ম্যাচ ফি থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছেন তরুণ বোলার অর্শদীপ। বাঁহাতি এ পেসার এ বছর ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ১৯টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। বিসিসিআই প্রতিটি টি-টোয়েন্টির জন্য একজন খেলোয়াড়কে ৩ লাখ রুপি দেয়। সেই হিসাবে অর্শদীপ এ বছর ম্যাচ ফি থেকে আয় করেছেন ৫৭ লাখ রুপি।

ম্যাচ ফি থেকে আয়ে ভারতীয়দের মধ্যে এ বছর দ্বিতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া সূর্যকুমার। সূর্যকুমার এ বছর ভারতের হয়ে ১৬টি টি-টোয়েন্টি খেলে আয় করেছেন ৪৮ লাখ রুপি। যশস্বী জয়সোয়াল, অক্ষর প্যাটেল ও তিলক বর্মাদের প্রত্যেকে খেলেছেন ১৩টি করে টি-টোয়েন্টি। তাঁদের সবাই আয় করেছেন ৩৯ লাখ রুপি করে। ১১টি করে ম্যাচ খেলে ৩৩ লাখ রুপি করে আয় করেছেন ঈশান, পান্ডিয়া, রবি বিষ্ণুই ও শুবমান গিল।

ভারত এ বছর এখন পর্যন্ত ২১ টি-টোয়েন্টি খেলেছে। এর মধ্যে ১৪টিতে জয় পেয়েছে, হেরেছে ৬টি। এ বছর ভারত টি-টোয়েন্টিতে শেষ সিরিজটি খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ১০ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া সেই সিরিজেও ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার।

বিজয় হজারের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজয় হজারে ট্রফিতে (৫০ ওভারের ঘরোয়া ক্রিকেট) কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বাংলা। মঙ্গলবার পঞ্জাবকে ৫২ রানে হারিয়ে দিলেন সুদীপ ঘরামিরা। গ্রুপের শীর্ষে থেকে পরের পর্বে বাংলা।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে হলে মঙ্গলবার পঞ্জাবের বিরুদ্ধে জিততেই হত বাংলাকে। সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে বাংলা তোলে ২৪২ রান। ওপেনারেরা ব্যর্থ হলেও দলকে ভরসা দেন অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার। তিনি ১১১ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১১৬ বলের তাঁর সেই ইনিংসে মারেন ১০টি চার এবং দু'টি ছক্কা। অনুষ্টুপকে সঙ্গ দেন করণ লাল। ৬৬ রান করেন তিনি। অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি করেন ২৬ রান। শাহবাজ আহমেদ ১৬ রান করেন। বাকি আর কোনও ব্যাটার ১০ রানের গণ্ডি পার করতে পারেননি।

পঞ্জাবের হয়ে ৫ উইকেট নেন বলতেজ সিংহ। একটি করে উইকেট নেন সিদ্ধার্থ কৌল, অভিষেক শর্মা, প্রেরিত দত্ত এবং ময়াঙ্ক মরকন্ডে। বাংলা পুরো ৫০ ওভার ব্যাট করে ২৪২ রান তোলে।

বাংলার রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে পঞ্জাব। তাতে উইকেটও হারাতে থাকে তারা। ফলে ২৫ ওভারে পঞ্জাব ১৯০ রান তুলে নিলেও অল আউট হয়ে যায়। পঞ্জাবের লক্ষ্য ছিল নেট রানরেটের দিকে। ফলে দ্রুত রান তোলার প্রয়োজন ছিল তাদের। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে উইকেট হাতে রাখতে পারেনি পঞ্জাব। বাংলার হয়ে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন শাহবাজ এবং কৌশিক মাইতি। দু'টি করে উইকেট নেন মহম্মদ কইফ এবং প্রদীপ্ত প্রামাণিক।

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট তুলে নিল বাংলা। গ্রুপ ই-তে বাংলা এবং তামিলনাড়ুর পয়েন্ট সমান। নেট রানরেটে এগিয়ে থেকে গ্রুপ শীর্ষে বাংলা। ফলে শীর্ষে থেকেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল লক্ষ্মীরতন শুক্লের দল। বাকি দলগুলির খেলা বাকি। তার পরেই বোঝা যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে কোন দলের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা। নক আউটের সব ম্যাচগুলি হবে রাজকোটে। ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ। বাংলা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। সেই ম্যাচ ১১ ডিসেম্বর। ফাইনাল হবে ১৪ ডিসেম্বর।

কোপা আমেরিকার ভেন্যু চূড়ান্ত, ফাইনাল মেসির মায়ামিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছর জুনে কোপা আমেরিকা হবে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ রাজ্যের ১৪ ভেন্যুতে। সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে আয়োজকেরা। এটি হতে যাচ্ছে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি দেশ ও উত্তর আমেরিকার ৬টি দেশ।

কোপা আমেরিকার আয়োজন কনমেবল এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে টুর্নামেন্ট শুরু হবে আটলান্টার মার্সিডিজ-বেনজ স্টেডিয়ামে। আর ১৪ জুলাই ফাইনাল হবে মেসির শহর ফ্লোরিডার মায়ামি গার্ডেনসের হার্ড রক স্টেডিয়ামে।

সোমবার কনমেবল জানিয়েছে, টেক্সাসের আরলিংটনের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়াম ও এনআরজি স্টেডিয়াম হিউস্টন, আরিজোনার গ্লেনডেলের স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম, নেভাদার লাসভেগাসের অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম হবে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ।

সেমিফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম ও নর্থ ক্যারোলাইনার শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে। টুর্নামেন্টের অন্য ভেন্যুগুলো হলো;অস্টিনের কিউ২ স্টেডিয়াম, লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়াম, সান্তা ক্লারার লেভিস স্টেডিয়াম, অরল্যান্ডোর এক্সপোলোরিয়া, ফ্লোরিডা ও ক্যানসাস সিটির চিলড্রেনস মারসি পার্ক। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব হবে ২০ জুন থেকে ২ জুলাই। কোয়ার্টার ফাইনাল ৪ থেকে ৬ জুলাই। সেমিফাইনাল ৯ ও ১০ জুলাই। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ ১৩ জুলাই।

কোপা আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার টুর্নামেন্ট হলেও এর আগেও উত্তর আমেরিকায় আয়োজিত হয়েছে। এবার যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে এবারের কোপা আমেরিকা হবে যুক্তরাষ্ট্রে।

কনমেবল সভাপতি ও ফিফা সহসভাপতি আলেহান্দ্রো দমনিগেজ বলেছিলেন, 'ফুটবলের আবেগ এই দুর্দান্ত দেশের মধ্য দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে যাবে, যা ভেন্যুতে উপস্থিত থাকা হাজার হাজার ভক্ত এবং বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ দর্শকের জন্য উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চ নিয়ে আসবে।'

ওয়ার্নার, জনসন ইস্যুতে কথা বলতে নারাজ ম্যাক্সওয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭ টেস্টের ক্যারিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের। গড় মাত্র ২৬.০৭। সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন সেটাও ২০১৭ সালে, বাংলাদেশের বিপক্ষে। এরপর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এই অস্ট্রেলিয়ান। তবে টেস্টে সুযোগ আসেনি।

তাহলে ৩৫ বছর বয়সী ম্যাক্সওয়েল টেস্ট ক্যারিয়ার নিয়ে কী ভাবছেন? ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের অন্যতম আকর্ষণ ম্যাক্সওয়েল কি টেস্টকে বিদায় বলবেন? না, ম্যাক্সওয়েল টেস্টকে এখনই 'বিদায় বলছেন না। এখনো সাদা পোশাকের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে চান ম্যাক্সওয়েল। এই ব্যাটসম্যান আলোচিত ডেভিড ওয়ার্নার,মিচেল জনসন ইস্যুতে কথা বলতে চান না।

ম্যাক্সওয়েল জানেন, অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে এই মুহূর্তে তাঁর সুযোগ কম। টেস্ট দলে সুযোগ পেতে ম্যাক্সওয়েল চোখ রাখছেন ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চলমান চক্রের শেষ সিরিজে। এসইএন রেডিওতে ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'বর্তমানে টেস্ট দলের পরিস্থিতি আমি ভালোই বুঝতে পারছি। তারা দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে, বর্তমানে টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। টেস্ট দলে খুব বেশি জায়গা ফাঁকা নেই, বিশেষ করে ঘরের মাঠে খেলা হলে। কিন্তু আমি জানি, দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো সফর হলে দলের কোনো একটা ভূমিকা পালন করতে আমি বিকল্প হতে পারি। আমার মনে হয় না, ২০২৫ সালের শুরুর আগে আর কোনো দক্ষিণ এশিয়া সফর আছে। তাই আমি পরিশ্রম করে যাব, আশা করছি ওই সময়ে সুযোগ পাব।'

এশিয়া সফরে ম্যাক্সওয়েলের নিজের সুযোগ দেখার একটা কারণও আছে। ম্যাক্সওয়েল এখন পর্যন্ত যে ৭টি টেস্ট খেলেছেন, তাঁর সব কটিই এশিয়ায়। রাঁচিতে ভারতের বিপক্ষে ২০১৭ সালের মার্চে ১৮৫ বলে ১০৪ রানের ইনিংসও খেলেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। এ ছাড়া ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ম্যাক্সওয়েল।

ম্যাক্সওয়েল এখন বিগ ব্যাশ লিগ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্যদিকে তাঁর সতীর্থরা প্রস্তুত হচ্ছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলতে, যে সিরিজ দিয়ে টেস্টকে বিদায় বলবেন ডেভিড ওয়ার্নার। ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকায় নিজের লেখা এক কলামে ওয়ার্নারকে কেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে ঘটা করে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো, তা নিয়ে সমালোচনা করেন সাবেক পেসার মিচেল জনসন।

টেস্টে ওয়ার্নারের ফর্মহীনতা ও ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে 'স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারি'তে অস্ট্রেলীয় ওপেনারের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেন নিজের লেখায়, যা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। ম্যাক্সওয়েল অবশ্য এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'এই বিষয়ে কথা বলে আমি আমার নামকে শিরোনামে নিয়ে আসতে চাইছি না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ডেভি (ওয়ার্নার) অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে একজন চ্যাম্পিয়ন। তাকে দলে নেওয়ার বিষয়ে নির্বাচকদের চিন্তাভাবনাও পরিষ্কার। প্রথম টেস্টে ডেভিকে দেখা ও গ্রীষ্মে তার ব্যাটে প্রচুর রান দেখার অপেক্ষায় আছি।'

১৬০ কোটি টাকার প্রতারণার শিকার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, স্পনসরকে নোটিস আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্থিক প্রতারণার শিকার হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড? এখনও নাকি স্পনসরের কাছে তাদের ১৬০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বিসিসিআই। আদালত স্পনসরকে নোটিস পাঠিয়েছে। দু'সপ্তাহের মধ্যে তাদের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পনসর হিসাবে চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে বাইজু'স-এর। কিন্তু এখনও তাদের ১৬০ কোটি টাকা বকেয়া আছে বলে অভিযোগ করেছে বোর্ড। সেই বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে বাইজু'স-এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেছে বোর্ড। 'ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল'-এ অভিযোগ করেছে বিসিসিআই।

'নাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল' নোটিস পাঠিয়েছে বাইজু'স-কে। সেখানে বলা হয়েছে, ''এই অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য বাইজু'স-তে দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে তাদের জানাতে হবে যে কেন এই টাকা বকেয়া রয়েছে। সময়ের মধ্যে জবাব দিতে না পারলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'' ২২ ডিসেম্বর রয়েছে মামলার পরবর্তী শুনানি।

বোর্ডের দাবি, ছ'মাসের উপর টাকা বকেয়া রয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে শিক্ষা সংক্রান্ত অ্যাপ বাইজু'স-এর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছিল বোর্ডের। সেই সময় পর্যন্ত সব টাকা মিটিয়ে দিয়েছিল বাইজু'স। কিন্তু যত দিন না নতুন জার্সি স্পনসর পাওয়া যাচ্ছে তত দিন বাইজু'স-কে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করে বোর্ড। সেই মতো, ২০২২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের জার্সি স্পনসর ছিল বাইজু'স।

বিসিসিআই চেয়েছিল, ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত স্পনসর থাকুক বাইজু'স। তা হলে নতুন অর্থবর্ষ থেকে নতুন স্পনসর পাওয়া যেত। কিন্তু নভেম্বর মাসের পরে আর চুক্তি বৃদ্ধি করতে রাজি হয়নি তারা। বোর্ডের অভিযোগ, শেষ ছ'মাসের টাকা মেটায়নি বাইজু'স। সেই কারণেই আইনি পদক্ষেপ করেছে তারা। বাইজু'স অবশ্য জানিয়েছে, বোর্ডের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা চলছে। দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।

২০২২ সালের শেষ দিক থেকে আর্থিক সমস্যায় পরে বাইজু'স। ফলে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ৫ হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাই করে তারা। তার পরেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি শেষ করে তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**